হজ স্মরণিকা ২০২৬

আল্লাহর মেহমান

ওয়ামী হজ কাফেলা

উত্তরা, ঢাকা

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). متفق عليه

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ‘উমরাহ’র পর আর এক ‘উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান। (বুখারী- ১৭৭৩, মুসলিম- ১৩৪৯)

Narrated By Abu Huraira:
Allah’s Messenger (ﷺ) said, “(The performance of) ‘Umra is an expiation for the sins committed (between it and the previous one). And the reward of Hajj Mabrur (the one accepted by Allah is nothing except Paradise.

আমাদের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআ'লার, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অনুগ্রহ করে এ বছর পবিত্র হজ পালনের জন্য আমাদেরকে বাছাই করেছেন এবং সুস্থতার সাথে হজের আহকাম- আরকান মেনে সুষ্ঠুভাবে হজ সম্পাদনের তাওফিক দিয়েছেন।

"ওয়ামী হজ কাফেলা" একটি হজ-উমরাহ পালনে সহায়তাকারী সেবামূলক দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ সালে শুধু হজ কার্যক্রমের মাধ্যমে এর পথচলা শুরু হলেও বর্তমানে হজ, উমরা ও এয়ার টিকেটিংসহ হজ-উমরা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। মূলত ঃ এ মহান কাজে আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য তিনটি:

- সহীহভাবে হজ পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করে যৌক্তিক খরচে হজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা।
- দ্বীনি প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় তারবিয়াহর ব্যবস্থা করা।

শর্ত পূরণ হলে সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ। নিয়মিত চর্চার বিষয় না হওয়ার কারণে হজের বিধি-বিধানগুলো সকলের সমানভাবে জানা থাকে না। এছাড়া হজ ও উমরা পালনকারীগণ দীর্ঘ একটা সময় পবিত্র মক্কা ও মদিনায় অবস্থান করেন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে হজ ও উমরার বিধি-বিধানসহ মুমিন জীবনে ইসলামের অনুশীলন, ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক বিধান, শিরক-বিদয়াত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সৌদি আরবে অবস্থানকালীন সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর অপূর্ব সুযোগ তৈরী হয়। এজন্য আমাদের ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন ইসলামিক আলোচনা, মতবিনিময় ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে বিশিষ্ট আলেমগণ বক্তা বা আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলে তারবিয়া সেশনসমূহে অংশগ্রহণকারী হাজীগণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে সহীহভাবে হজ পালন করার নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। এতে ইসলামের নানান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনেরও সুযোগ তৈরী হয়।

২০২৬ সালে ওয়ামী হজ কাফেলার মাধ্যমে ৪০৫ জন পবিত্র হজ পালন করেছেন। এ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এ কার্যক্রম পরিচালনায় আমাদের সকল সীমাবদ্ধতাগুলোকে প্রত্যেকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে প্রত্যাশা করছি। হজ পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ রাখা, একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং পারস্পরিক কল্যাণকামীতার এ সম্পর্ককে চলমান রাখার প্রত্যয়ে আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজন হজ স্মরণিকা "আল্লাহর মেহমান"। আশা করি আমাদের এ সামান্য প্রয়াস আপনাদের হজ পালনের পবিত্র স্মৃতির স্মারক হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের প্রত্যেকের হজ কবুল করুন, হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন, আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনদার ও মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তোলার তাওফিক দিন এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ওয়ামী হজ কাফেলা

উত্তরা, ঢাকা।

তারবিয়্যাহ প্রোগ্রামের বিষয় নির্দেশিকা

হজ বিষয়ক আলোচনা: ৫টি

১ হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২ হজের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আঃ)
৩ আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪ জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান (হাদী, কুরবানী ও দম এর বিধান)
৫ হজে মাবরুর এবং হজ পরবর্তী করণীয় করণীয়।

ঈমান বিষয়ক আলোচনা: ৩টি

৬ মৌলিক বিশ্বাস: আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭ তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহ।
৮ কবীরা গুনাহ এবং তওবার গুরুত্ব

ইবাদাত সংক্রান্ত আলোচনা: ৩ টি

৯ তাহারাত: অজু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০ রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর সালাত
ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা : ২টি
১১ স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশর: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২ ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩ সুদ নিষিদ্ধকরণ : প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

সিরাত সংক্রান্ত আলোচনা: ৩টি

১৪ রাসূল (স.)-এর মক্বী জীবন
১৫ রাসূসুল্লাহ (স.)-এর মাদানী জীবন
১৬ রাসূল (স.)-এর সাহাবাদের জীবন থেকে

দৈনন্দিন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন: ৩টি

১৭ ইসলামের পরিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮ পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯ ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারীতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

হজের শিক্ষা ও হজ্জ পরবর্তী জীবনে করনীয়

হজ্জ একটি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত এবং ইসলামের পঁচটি স্তম্ভের একটি। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হজ্জের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে আর্থিক ও দৈহিক দু'টি কুরবানীই সমভাবে সম্পৃক্ত। ফলে হজ্জের মাধ্যমে খুব সহজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। পবিত্র হজ্জ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি বিশেষ বিধান। আল্লাহ হজ্জ পালনের মধ্যে মহান উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রকৃত হজের পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই হতে পারে না। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা হজ্জ পালন করবেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হজ্জ কবুল করবেন এবং তাঁদের জন্য অফুরন্ত রহমত ও বরকত অবধারিত। হজের বহুমাত্রিক ইতিবাচক প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও যাপিত জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে। হজ্জের শিক্ষা বাকী জীবন ধরে রাখলে শুদ্ধাচারী একজন মানুষ হিসাবে গঠন করা যায়। নিম্নে হজ্জের শিক্ষা ও হজ্জ পরবর্তী সময়ে হাজিদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

০১. হজ্জের চেতনা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা

তাওহীদ হল আল্লাহর একাত্মকে মনে প্রাণে বিশ্বাস, স্বীকার এবং প্রতিষ্ঠা করা। এর বিপরীত হল শিরক। যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য বলেই দয়াময় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করলেও এ ভয়াবহ পাপের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আর আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতিকে শিরক থেকে বেঁচে থেকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই সকল নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। একজন মুমিনের আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সকল আনুগত্য ও ইবাদত হতে হবে তাওহীদী চেতনায় একীভূত ও শিরক মুক্ত। আর হজ্জ পালনের প্রথম দাফ তালবিয়া পাঠ; যা কেবল তাওহীদী চেতনাই প্রকাশ করে থাকে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাওহীদ যুক্ত তালবিয়াহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যা হল-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

'আমি আপনার দরবারে হাযির আছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাযির। আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার দরবারে হাযির। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নে'মত আপনারই এবং সমগ্র রাজত্ব আপনার; আপনার কোন শরীক নেই'।

সুতরাং হজ্জ হল তাওহীদ বাস্তবায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওহীদ ছাড়া কোন আমলই গ্রহণ করেন না। এজন্য হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আমি শিরককারীদের শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করবে, আমি তাকে তার অংশীকে ছেড়ে দেই'।

০২. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম হল হজ্জ পালন করা। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত থাকল, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হতে ফিরে আসবে যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল'।[৪] অন্যত্র আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলছেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ 'হে আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়, আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়, আর হজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

'তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরপর একত্রে আদায় কর। কেননা, এ হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর কর দেয়। যেমন লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা হাপরের আগুনে দূর হয়। আর একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

০৩. হজ্জের চেতনা তাক্বওয়া অর্জন

আল্লাহ অধিকাংশ হজ্জ সম্পর্কিত আয়াতেই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের কথা বলেছেন। সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে, وَ أَتِمُّوا

اَلْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 'আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর' (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৬)। আর আয়াতে শেষাংশে বলা হচ্ছে- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৬)। অনুরূপভাবে আরো বলা হয়েছে, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'হজ্জের মাসগুলো নির্ধারিত' (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৭)। আর উক্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হচ্ছে, وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ يٰٓاُولِی الْاَلْبَابِ 'নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৭)। আসলে হজ্জের নিয়ম-রীতি সবকিছুই যে তাক্বওয়া অর্জনের নিমিত্তে তার প্রমাণ এ আয়াত দুটিও। মহান আল্লাহ বলেন, ذٰلِكَ * وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ 'উপরেরগুলো এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয় সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' (সূরা আল-হজ্জঃ ৩২)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ 'এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীরুতা' (সূরা আল-হজ্জঃ ৩৭)। তাক্বওয়া শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যই নয় বরং সকল উম্মতের জন্য সর্বোত্তম নির্দেশনা ও শেষ দিবসের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ 'বস্তুত আমরা আদেশ করেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের এবং তোমাদের এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' (সূরা আন-নিসাঃ ১৩১)। সুতরাং হজ্জব্রত পালন তাক্বওয়া অর্জনের একটি শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম।

০৪. হজ্জের মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহকে স্মরণ

বান্দার প্রতিটি আমল আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই করতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ 'আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর' (সূরা ত্বোহাঃ ১৪)। অনুরূপভাবে হজ্জ, ছিয়াম এবং প্রতিটি আনুগত্যের বিষয়গুলো আল্লাহর স্মরণেই হতে হয়। ফলে হজ্জে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর স্মরণ আবশ্যক একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ বলেন, فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ 'তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন' (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৮)। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হতে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হতে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেয়া গবাদিপশুসমূহ যব্হ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে' (সূরা আল-হজ্জঃ ২৭-২৮)।

হজ্জের যাবতীয় বিষয় শুধু আল্লাহর স্মরণেই হয়ে থাকে। আল্লাহর স্মরণ যে শ্রেষ্ঠ আমল সে সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

'আমি কি তোমাদেরকে অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু। স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খায়রাত করার চেয়েও বেশী ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর স্মরণ'।[৭]

সুতরাং হজ্জব্রত পালনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর স্মরণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আমাদের মর্যাদাও উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য বান্দাহ হিসাবে নিজেদের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

০৫. হজ্জের মাধ্যমে ঈমানী চেতনা দৃঢ়করণ

ইসলাম কবুলের পূর্বশর্ত ঈমান; আল্লাহকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করে নেয়া। এই ঈমান কখনও বাড়ে আবার কখনও কমে। আল্লাহর স্মরণ, আনুগত্য, তাওবা-ইস্তিগফার, উত্তম আচরণসহ ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অলসতা, অন্যায়, পাপাচারমূলক কাজে ঈমানী চেতনা কমে যায়। আর হজ্জ এমন একটি ইবাদত যার দ্বারা অন্তরের পরিশুদ্ধি লাভ হয়। ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। হজ্জের আহকাম, তাহযীব-তামাদ্দুনসহ যাবতীয় আমল পালনে ঈমানে পূর্ণতা আসে। আর একাগ্রচিত্তে আল্লাহর নিকট

চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ۔اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙفَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

'আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বলুন যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' (সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৬)। আর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ، سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ 'হজ্জ ও ওমরা পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহর সৈনিক। তারা ডাকলে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিবেন এবং তারা আল্লাহর নিকট চাইলে আল্লাহ তাদের তা দিবেন'।[৮]

০৬. হজ্জ মানে আল্লাহর ডাকে সাড়া দান

সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলিমের জন্য হজ্জ পালন করা ফরয ইবাদত। এতে আল্লাহর নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হতে' (সূরা আল-হজ্জ: ২৭)। আর সেই ডাকে মানুষ সাড়া দিয়ে হজ্জে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ... উচ্চধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে তোলে। আর উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশনা দিয়েছেন রাসূল (ﷺ)। তিনি বলেছেন, جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ 'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! তোমার অনুসারীদের নির্দেশ দাও তারা যেন উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কেননা তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে অন্যতম'।উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا

'যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়'।

পৃথিবীর সব কিছুই যে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ۔وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۔اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয় তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' (সূরা বানী ইসরাঈল: ৪৪)।

০৭. নবী-রাসূলদের স্মরণ

হজ্জব্রত পালনে গেলে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ হয়। বিশেষ করে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও মা হাযেরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে। যেমন,

(১) পবিত্র কা'বা ঘর দর্শনের সাথে সাথে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর কথা স্মরণ হয়। কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ۔رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۔اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তখন তাঁরা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হতে এটি কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (সূরা আল-বাক্বারাহ.: ১২৭)।

(২) মাক্বামে ইবরাহীম। যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এখানে সাত ত্বাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। আর সেটা মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে হওয়া বাঞ্ছনীয় যদি না ভীড় থাকে। এতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর' (সূরা আল-বাক্বারাহ: ১২৫)।

(৩) যমযম কূপ ও ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে সাঈ করার প্রাক্কালে মা হাজেরার সেই স্বগতোক্তির কথা মনে পড়ে যখন পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁকে ও শিশু সন্তানকে এক বিরাণভূমিতে রেখে যাচ্ছিলেন, তখন মা হাযেরা বলেছিলেন, من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضَرْع ولا زرع ، ولا أنيس ، ولا زاد ولا ماء؟ 'আপনি কার নির্দেশে আমাকে এমন জায়গায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে কোন দুধ, শস্য বা মানুষ কিংবা খাদ্য-পানীয় নেই? তখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, ربي أمرني 'আমার

প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন মা হাযেরা বলেছিলেন, فإنه لن يضيِّعنا 'নিশ্চয় তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না' ।[১১]

(৪) একইভাবে আরাফায় অবস্থানের সময় রাসূল (ﷺ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ 'হজ্জের নির্ধারিত স্থানসমূহে অবস্থান কর। কারণ তোমরা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরাধীকার প্রাপ্ত হয়েছে' ।[১২] নবীগণ দীনার ও দিরহামের ওয়ারিছ হন না; বরং তারা আল্লাহর দ্বীনের ওয়ারিছ হন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিনের দু'আই উত্তম দু'আ' ।[১৩]

(৫) অনুরূপভাবে পাথর নিক্ষেপের সময় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কথা। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض

'যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কুরবানগাহে আসছিলেন তখন জামরায়ে আক্বাবায় শয়তান ধোঁকা দিচ্ছিল। ফলে তিনি ৭টি পাথর নিক্ষপ করলে শয়তান মাটিতে গেড়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় শয়তান ধোঁকা দিলে তিনি পুনরায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে যায়। এভাবে তৃতীয় জামরাতে শয়তান ধোঁকা দিলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ৭টি পাথর নিক্ষেপের ফলে শয়তান মাটিতে দেবে যায়' ।[১৪]

(৬) কুরবানী যব্হ করার সময়কালে সেই মহান ঘটনার কথা স্মরণ হয় যখন ইবরাহীম খলীল স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। এটা পুত্রের নিকট বর্ণনা করতেই তার দৃঢ়চিত্ত উত্তর আমাদের অন্তরাত্মাকে শিহরিত করে তোলে। যা কুরআনের ভাষায় এসেছে এভাবে

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ - فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ

'অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল, হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যব্হ করছি। এখন ভেবে দেখ তোমার অভিমত কী? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। এভাবে পিতা-পুত্র উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা যখন পুত্রকে তার চেহারা ধরে মাটিতে কাত করে শোয়ালো'...' (সূরা আছ-ছাফফাত: ১০২-১০৩) ।

০৮. রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ

হজ্জের বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুনগুলো আমরা রাসূল (ﷺ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করার চেষ্টা করি। কোন্ কাজ করলে হজ্জের ত্রুটি হবে, কোন্ আমল সুন্নাত অনুযায়ী হবে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করি। এ ক্ষেত্রে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি হাযারে আসওয়াদকে চুম্বনের প্রাক্কালে বলেছিলেন,

إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

'আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী (ﷺ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

০৯. মুশরিকদের আমলের বিরুদ্ধাচরণ

জাহেলী যুগে মুশরিকরা যেভাবে হজ্জ পালন করত তা রাসূল (ﷺ) সমূলে পরিবর্তন করে দেন। হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন,

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ

'সাবধান! জাহেলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নিচে। জাহেলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের রবী'আহ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল। তখন হুযায়েল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সূদও বাতিল। আমি প্রথম যে সূদ হারাম করছি তা হল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের সূদ। তার সমস্ত সূদ বাতিল হল'।

সুতরাং হজ্জব্রত পালন অবস্থায় যাবতীয় অপকর্ম ও জাহেলিয়াত থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত লোক হচ্ছে তিনজন। (১) যে লোক হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। (২) যে লোক ইসলামী যুগে জাহেলী যুগের রীতিনীতি অন্বেষণ করে। (৩) যে লোক ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো রক্ত দাবী করে'।

১০. আখিরাতের কথা স্মরণ

আখিরাতের চিত্র সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ الْعِبَادُ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا قَالَ قُلْنَا مَا بُهْمًا قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ

'মানুষ ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত হব খালি পায়ে বিবস্ত্র ও বুহম অবস্থায়। রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল বুহম কী? তিনি বললেন, যাদের নিকট কিছুই থাকবে না'।[১৮] একজন ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর ক্ষেতখামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন কোন কিছুই চলবে না। ফলে সকলের একই ইহরামের পোশাক ক্বিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একইভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের আশায় সকল হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তি আরাফার মাঠে একত্রিতভাবে অবস্থান করবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিবসের ব্যতীত আর এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন'।[১৯] সুতরাং আরাফার ময়দানে অবস্থানও মানুষকে আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। জ্ঞাতব্য যে, আরাফার মাঠে বিশেষভাবে দু'আ করতে হবে। কেননা এই দিনের দু'আ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিনের দু'আই হল সর্বোত্তম দু'আ'।

১১. ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি

হজ্জে বিভিন্ন দেশ, ভাষা ও বর্ণের লোক একত্রিত হয়। আর প্রত্যেকেই তাক্বওয়া অর্জনের প্রতিযোগিতা করে। রাসূল (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ

'হে লোক সকল! জেনে রাখ তোমাদের প্রভু একজন, তোমাদের পিতা একজন। জেনে রাখ! অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। একইভাবে কালোর উপর লালের ও লালের উপর কালোর কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত'।[২১]

১২. উত্তম চরিত্র গঠন

হজ্জ উত্তম চরিত্র গঠনের একটি অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মাতা জন্ম দিয়েছিল'।[২২] বিদায় হজ্জে রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

'আমি তোমাদেরকে মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলে দিব না? মুমিন হল সেই ব্যক্তি মানুষ যাকে নিজের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে আশংকামুক্ত মনে করে এবং মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ'।[২৩] অপর হাদীছে রাসূল (ﷺ) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছেন,

يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ

'হে ওমর! নিশ্চয় তুমি শক্তিশালী পুরুষ। তুমি হাজরে আসওয়াদের নিকট ঠেসাঠেসি কর না। যাতে দুর্বলরা কষ্ট পায়। যদি তুমি ফাঁকা পাও তাহলে তুমি পাথরকে (হাযার আসওয়াদকে) চুম্বন করবে'।[২৪]

অত্র হাদীছে রাসূল (ﷺ) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দুর্বলদের প্রতি সদয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং হজ্জে গেলে পরস্পর পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়।

হজ্জ পরবর্তী করণীয়

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুযায়ী হজ্জ চলাকালীন সময়ে অশ্লীলতা, কুৎসা, অন্যায় আচরণ, ঝগড়া ও কলহ-বিবাদ করা যায় না (সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১৯৭)। হজ্জের এই শিক্ষা হজ্জ পরবর্তী সময়ে নিজের জীবনে আজীবন লালন ও ধারণ করতে হবে। সর্বদা তর্কবিতর্ক ও ঝগড়াবিবাদ পরিহার করে চলতে হবে। কারও ব্যবহার পসন্দ না হলেও রাগ করা যাবে না বা কটু কথা বলা যাবে না, কারও মনে কষ্ট দেয়া যাবে না। কারও দ্বারা যদি কারও কোন ক্ষতি হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। সব সময় ওযূর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং মনে সব সময় আল্লাহর যিকির জারি রাখতে হবে। নিজের স্বার্থ আগে উদ্ধার করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। নিজের আগে অন্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন মানুষের হক নষ্ট করা যাবে না।

পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ সূরায় সর্বশেষ আয়াতে দুই প্রকার শয়তানের কথা উল্লেখ আছে, 'এই দুই ভয় হলো জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান' (সূরা আন-নাসঃ ৬)। এ ছাড়া রয়েছে নফস শয়তান। ত্রিবিধ শয়তানের প্ররোচনা ও তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং মনোজগতে শয়তানি শৃঙ্খলবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার এবং সব ধরনের শয়তানি ভাব ও প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে একমাত্র বিবেকের অনুসরণে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তথা আনুগত্য করাই হলো শয়তানকে পাথর মারার মূল রহস্য। হজ্জ পরবর্তী সময়েও যাবতীয় শয়তানী কার্যক্রম থেকে দূরে থাকতে হবে।

পৃথিবীর সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান। মানুষে মানুষে কোন প্রকার ভেদাভেদ নেই, সাদাকালোয় কোনো প্রভেদ নেই। বর্ণবৈষম্য ও বংশকৌলীন্য এগুলো মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। পদ-পদবি ও অবস্থানগত পার্থক্য মানুষের মধ্যে অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করে। হজ্জের মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়। হজ্জকে মানবতার প্রশিক্ষণ বলা যায়। হজ্জের ছয় দিন এই প্রশিক্ষণই হয়। জিলহজ্জ মাসের ৭ তারিখে সব হাজি মিনার তাঁবুতে গণবিছানায় গিয়ে একাত্মতার ঘোষণা দেন। জিলহজ্জের ৯ তারিখে হাজিরা আরাফাতের ময়দানে গিয়ে ঐক্যের অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেন; মিলিত হন আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে। এদিন সন্ধ্যা (১০ জিলহজ্জের রাতে) হাজিরা মুজদালিফায় গিয়ে সব কৃত্রিমতার অবসানের মাধ্যমে মানবতার পূর্ণতা ও আদি আসল প্রকৃত মানব রূপ লাভ করেন। সবার পদতলে মৃত্তিকা, মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ, সবার পরনে একই কাপড়। পোশাকে বাহুল্য নেই, খোলা মাথা-পাগড়ি, টুপি ও লম্বা চুলের আড়ম্বর নেই; সঙ্গে সেবক-কর্মচারী নেই, গন্তব্য এক হলেও রাস্তা জানা নেই, নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞানগরিমার প্রকাশ নেই, বুদ্ধি-বিবেচনা ও কৌশল প্রয়োগের সুযোগ নেই; শুধুই আল্লাহর ওপর ভরসা। এটিই হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আসল শিক্ষা। এই চেতনায় বাকী জীবনেও কোন ধরনের মানুষে মানুষে বৈষম্য করা থেকে হাজিরা বিরত থাকবে।

কুরবানীর মূল প্রতিপাদ্যই হলো প্রিয়তমের জন্য অন্য সবকিছু বিসর্জন দেয়া। পশু কুরবানি একটি প্রতীক মাত্র। মনের মধ্যে যে পশুবৃত্তি বিদ্যমান, তাকে পরাভূত ও পরাজিত করাই হলো পশু যবহ বা পশু কুরবানির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এর মাধ্যমে মনের সব কুপ্রবৃত্তিকে চিরতরে বিদায় করা এবং চরিত্রের সব কুস্বভাব পরিত্যাগ করাই মূল উদ্দেশ্য। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরে এসে হাজিগণ এই চেতনা লালন ও অনুশীলন করবেন। সার্বক্ষনিক রিপুর চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং যাবতীয় শয়তানি কার্যত্রম থেকে দূরে থাকবেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাবতীয় ইবাদত করবেন। বাকী জীবন শিরক থেকে নিজেরা বিরত থাকবেন এবং পরিবারকেও বিরত রাখবেন।

হজ্জের সময় বর্ণ, শ্রেণি, দেশ, জাতি, মত, পথ ও পেশা নির্বিশেষে সব দেশের সব মানুষ এক ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করেন। এ হলো 'ভিন্নমতসহ ঐক্য'-এর অনন্য দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ সহাবস্থান করেন বলে ভাষার দূরত্ব দূর হয়ে মনের নৈকট্য অর্জিত হয় এবং প্রকৃত মানবিক অনুভূতি জাগ্রত হয়। মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়, চিন্তার বিকাশ সাধিত হয়। যাঁরা হজ্জের শিক্ষা লাভে ধন্য হন, তাঁরাই প্রকৃত হাজী। হজ্জ ইবাদত, এটি কোন সার্টিফিকেট কোর্স বা পদ-পদবি নয়। হজ্জ করার পর নিজ থেকেই নামের সঙ্গে হাজি বিশেষণ যোগ করা সমীচীন নয়। কবুল করার মালিক আল্লাহ। কিছু বাহ্যিক আলামত বা নিদর্শন রয়েছে, যাতে হজ্জ কবুল হলো কি হলো না, তা সাধারণভাবে বোঝা যায়। যেমন হজ্জের পরে কাজে-কর্মে, আমলে-আখলাকে, চিন্তা-চেতনায় পরিশুদ্ধি অর্জন করা বা পূর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করা। হজ্জ করা বড় কথা নয়; জীবনব্যাপী হজ্জ ধারণ করাই আসল সার্থকতা।

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যার মাধ্যমে বান্দা নিষ্পাপ হয়ে যায় এবং কবুল হজ্জ সম্পাদনের মাধ্যমে বান্দার জন্য পরকালীন জীবনে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জ সমাপনের পরে হজ্জ পালনকারীর জন্য করণীয় কি হবে, এ বিষয়েই আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল-

১. আল্লাহর ইবাদত ও যিকরে মশগূল থাকা :

হজ্জের মৌসুমে এবং হজ্জ পরবর্তী সময়ে বেশী বেশী আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে মশগূল থাকা কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، 'অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ কর, বরং তার চাইতেও বেশী স্মরণ। অতঃপর লোকদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে (কেবল) ইহকালে কল্যাণ দাও। তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! ঐসব লোকদের জন্য তাতে পূর্ণ অংশ রয়েছে, যা তারা উপার্জন করেছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' (বাক্বারাহ ২/২০০-২০২)।

আর ইবাদতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত স্থান নেই। বরং মুসলিম যেখানেই থাকুক সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকটে উপস্থিত হয়' (হিজর ১৫/৯৯)।

রাসূল (ﷺ) বলেন, إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا، 'যদি তোমাদের কারো নিকটে ক্বিয়ামত এসে যায় এ অবস্থায় যে, তার হাতে একটি চারাগাছ রয়েছে, তাহ'লে সে যেন সেটা রোপণ করে দেয়'।[১] সুতরাং আমল ও ইবাদত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করার চেষ্টা করতে হবে। মুসলিম নারী-পুরুষ তার প্রতিটি সেকেন্ড ও মিনিট আল্লাহর আনুগত্যে তথা তাঁর ইবাদতে ব্যয় করবে। পক্ষান্তরে কিছু সময় ইবাদত ও নেক আমল করে থেমে যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، 'আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মযবূতভাবে পাকাবার পর তা খুলে ছিন্নভিন্ন করে দেয়' (নাহল ১৬/৯২)।

২. নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা :

হজ্জ একটি বড় নে'মত, যা সবাই লাভ করতে পারে না। সুতরাং যারা এই বড় নে'মত পেয়ে ধন্য হয়, তার জন্য আবশ্যিক হয়ে যায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، 'আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' (ইবরাহীম ১৪/৭)। আল্লাহ একটি নিরাপদ জনবসতির উদাহরণ পেশ করেন, যারা তাদের প্রতি নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি, ফলে তাদের নিকট থেকে সে নে'মতকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ বলেন, وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، 'আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নে'মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির মালিন্যের স্বাদ আস্বাদন করালেন' (নাহল ১৬/১১২)।

রাসূল (ﷺ) স্বীয় ছাহাবীগণকে নে'মতের অধিক শুকরিয়া আদায় করার এবং আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দিতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ،

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে অছিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক ছালাতের পর এ দো'আটি কখনো পরিহার করবে না- 'আল্লাহুম্মা আঈন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা' (অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন)'।[২]

৩. বেশী বেশী তওবা করার চেষ্টা করা :

যে ব্যক্তি অহী নাযিলের স্থান ও নিরাপদ শহর প্রত্যক্ষ করে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিনে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তাঁর নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে, ইসলামের শে'আরসমূহ সরাসরি দেখে সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তওবা করার প্রতি সত্বর প্রবৃত্ত হবে। এক্ষেত্রে কোন কিছুই তাকে অক্ষম বা অপারগ করতে পারবে না। তাছাড়া বান্দা যখন দেখবে হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দ পার্থক্য করতে জ্ঞান-বিবেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত এবং যুবক-বৃদ্ধ সব ধরনের মানুষের হঠাৎ মৃত্যু বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন সে তওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (নূর ২৪/৩১)। যারা তওবা করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 'যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' (হুজুরাত ৪৯/১১)।

পক্ষান্তরে হাদীছে সত্বর তওবা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، 'আল্লাহ তা'আলা রাতে নিজের হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তওবা কবুল করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তওবা কবুল করতে পারেন। এভাবে তিনি হাত প্রসারিত করতে থাকবেন যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে'।[৩] তিনি আরো বলেন, إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ، 'রাতের অর্ধেক অথবা দু'-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হ'লে মহান ও বরকতময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে দেয়া হবে? কোন আহবানকারী আছে কি যার আহবানে সাড়া দেয়া হবে? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে ক্ষমা করা হবে? আল্লাহ তা'আলা ভোর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন'।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ، 'প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী তারাই, যারা অধিক তওবা করে'।[৫] হাসান বছরী (রহ.) বলেন, أَكْثِرُوا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَفِيْ أَسْوَاقِكُمْ، وَفِيْ مَجَالِسِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُوْنَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ، 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কর; তোমাদের বাড়ি-ঘরসমূহে, পথ-প্রান্তরসমূহে, বাজারসমূহে এবং বৈঠকগুলোতে। কারণ তোমরা তো জানো না কখন ক্ষমা অবতীর্ণ হবে'।

৪. মানবিক গুণাবলী অর্জন করা :

ইসলামের প্রতিটি ইবাদত মুসলিমকে উত্তম নৈতিকতা অবলম্বনে সহায়তা করে। মুমিনের জীবনব্যাপী ইবাদতসমূহ তাকে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের পথে চালিত করে। যেমন ছালাত অশ্লীল ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে; ছিয়াম আল্লাহভীরুতা বৃদ্ধি করে; যাকাত আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, ব্যয়কুণ্ঠতা ইত্যাদি থেকে। আর হজ্জ ইসলামের বড় ইবাদত ও মহান নিদর্শন, যা মুসলিমকে পারস্পরিক সৌহার্দ, সহমর্মিতা ও উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ 'হজ্জের মাসগুলি নির্ধারিত। অতএব যে ব্যক্তি এই মাসসমূহে হজ্জ-এর সংকল্প করবে (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধবে), তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী মিলন, দুষ্কর্ম ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা যেসব সৎকর্ম কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন, আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' (বাক্বারাহ ২/১৯৭)। সুতরাং হজ্জ পরবর্তী সময়েও অশ্লীল কথা-কাজ পরিহার করা, কর্কষ ভাষা ও রূঢ় আচরণ ত্যাগ করা, কোন মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, প্রতিবেশী ও অন্যদের সাথে সদাচরণ করা, পরোপকার ও জনসেবা করার চেষ্টা করা ইত্যাদি সৎকাজ অধিক হারে করতে হবে।

৫. আমলে ছালেহ বেশী বেশী করার চেষ্টা করা :

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। এই আমলের পরে অন্যান্য সৎকাজ অধিক হারে করতে হবে। আল্লাহ বলেন, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। যার উপমা বৃষ্টির ন্যায়। যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।

বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়' (হাদীদ ৫৭/২০)। এজন্য রাসূল (ছা.) বলেন,:بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ، 'ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে নেক আমল সম্পাদনে তৎপর হও। ১. ধোঁয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. দাববাতুল আরয (মৃত্তিকাগর্ভ হ'তে বহির্ভূত জন্তু), ৪, পশ্চিমাকাশ হ'তে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. সর্বগ্রাসী ফিতনা ও ৬. তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপিত ফিতনা'।[৭]

ছাহাবায়ে কেরাম আমলে ছালেহ সম্পাদনে সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। যেমন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول : لو نشر لي أبواي ما تركتها. 'তিনি চাশ্তের আট রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার জন্যে যদি আমার মাতা-পিতাকেও জীবিত করে দেয়া হয় তবুও আমি এ ছালাত ছাড়ব না'।[৮] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ

'নিশ্চয়ই কিছু লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দু'হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দু'হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন'।

৬. আমলকে তুচ্ছ মনে করা এবং গর্ব-অহংকার না করা :

মানুষ যেসব আমল করে, তার সারা জীবনের সমস্ত আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নে'মতের শুকরিয়া আদায় হবে না। যেমন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চোখ-কান, হাত-পা, জিহবা, ত্বক ইত্যাদি। এছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা, দৈহিক শক্তি, আর্থিক সচ্ছলতা, সৃষ্টিজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যাবে না। অতএব এসবের তুলনায় মানুষের কৃত আমল যারপর নেই নগণ্য। সুতরাং মানুষ তার কৃত আমলের জন্য গর্ব-অহংকার করবে না। বরং সে তার আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তাহ'লে সে আরো অধিক আমলে প্রবৃত্ত হ'তে পারবে। অনুরূপভাবে হজ্জ করেও নিজেকে বড় আমলকারী, ইবাদতগুযার ভাববে না বরং সে আরো বেশী আমলের জন্য চেষ্টা করবে।

৭. আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার শংকায় থাকা :

মুমিন হৃদয়ে ভয় ও আশা দু'টিই থাকবে। হাসান বছরী (রহ.) বলেন, والمؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء ويأمن، 'মুমিন ব্যক্তি নেক আমল করে তা কবুল না হওয়ার ভয় করে, আর মুনাফিক পাপ করেও নিজেকে নিরাপদ ভাবে'।

মুমিন ইবাদত করার পরে তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে যেমন আশান্বিত থাকবে, তদ্রূপ তা কবুল না হওয়ারও আশংকায় থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ، 'আর তাদেরকে যা (রিযিক) দেওয়া হয়েছে তা থেকে তারা দান করে, তখন তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত থাকে' (মুমিনূন ২৩/৬০)। মা আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এই আয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম,؟ يَا رَسُولَ اللهِ! أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদপান করে? তিনি বলেন, لَا، يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، 'না, হে আবুবকরের কন্যা অথবা হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ছিয়াম পালন করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, ছালাত আদায় করে আর আশংকা করে যে, তার এসব ইবাদত কবুল হ'ল কি-না'?

আলী (রা.) বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين). 'তোমরা আমল অপেক্ষা তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানকারী হও। তোমরা কি আল্লাহকে বলতে শোননি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' (মায়েদাহ ৫/২৭)।

খ্যাতনামা তাবেঈ মালেক ইবনু দীনার (রহ.) বলেন, الخوف على العمل ألا يُتقبل أشد من العمل، 'আমল কবুল হবে কি-না সেই ভয়ে ভীত হওয়া আমল করা অপেক্ষা কঠিন বিষয়া

আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ (রহ.) তাবেঈদের সম্পর্কে বলেন, أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أي قبل منهم أم لا، 'আমি তাদেরকে পেয়েছি যে, তারা সৎকাজে সচেষ্ট হ'তেন। অতঃপর যখন তারা আমল সম্পাদন করতেন, তখন চিন্তায় পড়ে যেতেন যে, তাদের আমল কবুল হবে কি-না'

৮. বেশী বেশী দো‘আ করা :

বান্দার জন্য কর্তব্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী দো‘আ করা। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ‘আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়’ (গাফের/মুমিন ৪০/৬০)। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ‘আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহবান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহবান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়’ (বাক্বারাহ ২/১৮৬)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ‘দো‘আ হচ্ছে ইবাদত’।[১৫] তাই তিনি বেশী বেশী দো‘আ করার জন্য বলেছেন। তিনি বলেন, إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‘তোমাদের কেউ যখন কামনা করবে বা প্রার্থনা করবে তখন বেশী করে চাইবে। কারণ সে তো তার মালিকের কাছে চাচ্ছে’।[১৬] তিনি অন্যত্র বলেন, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الملح، ‘তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহ’লে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে’।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ،

‘ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, তবে আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে হেদায়াত প্রার্থনা কর আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও, আমি তোমাদের আহার করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন, কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন অপরাধ করে থাকো। আর আমিই সব অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না, যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না, যাতে আমি উপকৃত হই। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, তোমাদের মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশী ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব এতটুকুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও সকল জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাহ’লে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোন বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহ’লে আমার কাছে যা আছে তাতে এর চাইতে বেশী হ্রাস পাবে না, যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু তা থেকে হ্রাস পায়’।

এমনকি রাসূল (ﷺ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ ‘যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দো‘আ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন’।[১৯] মোল্লা আলী ক্বারী এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, لِأَنَّ تَرْكَ السُّؤَالِ تَكَبُّرٌ وَاسْتِغْنَاءٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ. ‘কেননা প্রার্থনা পরিহার করা অহংকার ও অমুখাপেক্ষী হওয়া, যা বৈধ নয়। আল্লামা ত্বীবী বলেন, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَبْغَضُهُ، وَالْمَبْغُوضُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ، ‘আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাঁর করুনা প্রার্থনা করা পসন্দ করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করে না, তাকে তিনি অপসন্দ করেন।

পরিশেষে হজ্জ একটি অতি ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত।[২২] সুতরাং জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে হজ্জ পরবর্তী করণীয়গুলো যথাযথভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

ওয়ামী হজ কাফেলায় বিগত সালের হাজীদের হজ অভিজ্ঞতা এবং ওয়ামী সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ও পরামর্শ

হজ - বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মেলবন্ধন

لَبَّيْكَ ٱللَّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ ٱلْحَمْدَ وَٱلنِّعْمَةَ لَكَ وَٱلْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

"আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির। আপনার কোন অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা ও সম্পদরাজি আপনার এবং একচ্ছত্র আধিপত্য আপনার। আপনার কোন অংশীদার নেই।"

একটি দুঃখজনক ঘটনার মুখোমুখি হয়েও ফ্লাইট শিডিউল বজায় রাখার জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে পবিত্র হজের উদ্দেশ্যে সৌদি এয়ার লাইন্সের বিমানে চড়তে হল। আমার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, একই মত ও আদর্শের সহযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার গোলাম নবী মানিক ব্রেন টিউমার, নিউমোনিয়া, করোনা ইত্যাদি জটিলতায় বেশ ক'মাস রোগ-ভোগের পর সেদিনই (২৭ মে ২০২৩) আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। মাগরিবের পরই জানাযা হ'ল, নামাজ শেষেই সাদা কাফনের ফাঁকে সৌম্য-শান্ত, সাদা দাঁড়িতে চকচকে মুখখানা কোনমতে শেষ দেখার সুযোগ পেলাম। আল্লাহর কাছে আরজ এটাই তিনি যেন আমাদের জান্নাতের সিঁড়িতে সাক্ষাত করিয়ে দেন। আমিন।

আমার মরহুম আব্বার বদলী হজ করতেই এবার আমার যাত্রা শুরু। আমার আম্মা ও মরহুম আব্বাকে নিয়ে ২০১১ সালেই হজের পরিকল্পনা ছিল, হঠাৎই একটি দুর্ঘটনা ও পরবর্তীতে আব্বার শারীরিক আরও জটিলতার কারণে দুজনকে রেখেই আমার স্ত্রীসহ হজ করতে হয়েছিল। বার বছর পর পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাকে এবারের হজে আরও বেশী মনযোগী হতে সহায়ক হয়েছে।

হজের মৌলিক দুটো প্রয়োজনীয়তা যেমনঃ শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য ছাড়াও সুষ্ঠু ও জীবন্ত হজের জন্য মানষিক প্রশান্তি, স্বস্থি, ও নিশ্চিন্ততা যে কত প্রয়োজন ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝিয়ে বলা দুস্কর। আর এটা সম্ভব শুধুমাত্র একটা আন্তরিক, নীতিবান, দায়িত্বশীল, আদর্শবাদী হজ কাফেলার তত্বাবধানে পরিচালিত হজ অনুষ্ঠান। আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! ওয়ামী হজ কাফেলা আমাদের সে প্রশান্তি, স্বস্থি, নিশ্চিন্ততা ও আন্তরিক সেবা দিয়েছে বলেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং পাশাপাশি ওয়ামীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি, ব্যবসায়িক হজ কাফেলা আর শুধুমাত্র সাদাক্বা হিসাবে কার্যরত হজ কাফেলা কখনও তুলনীয় নয়। যে কোনো বিষয়ে সকলের পরামর্শ নেয়াটা ছিল এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। কিভাবে আরো ভাল সেবা দেয়া যায় সে ব্যাপারে কাফেলার দায়িত্বশীলদের চেষ্টা ও আন্তরিকতা ছিল চোখে পড়ার মত।

ইসলামের অন্যতম একটি রুকন পালন করতে এসে হাজীসাহেবগণ ইসলামের মৌলিক সকল বিষয়ের এমন ব্যবহারিক ও জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা শুনতে ও জানতে পেরেছেন যা ৪০/৪৫ দিনের দৈনন্দিন কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটি ছিল ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ বা একাডেমিক শর্ট কোর্স। দরসে কুরআন, বিষয় ভিত্তিক আলোচনা আর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান আর প্রশিক্ষণ লাভ করেছি, ব্যবহারিক জীবনে আমার মত ইংরেজী শিক্ষিতদের জন্য যা ছিল একেবারেই দুর্লভ। তাহাজ্জুদ, ইশরাকসহ নফল ইবাদতে রীতিমত প্রতিযোগীতাই লক্ষ্য করেছি আল্লাহর ঘরের মেহমানদের মাঝে। ৫ ওয়াক্ত ফরজ সালাত তাকবিরে উলার সাথে আদায়ে গোটা কাফেলাই ছিল সদা তৎপর। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের সকলের হজকে মক্ববুল হজ হিসাবে কবুল করুন, আমিন। وَ اَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ ضَامِرٍ یَّاْتِیْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیْقٍ ﴿۲۷﴾

لِّیَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیْۤ اَیَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِیْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآىِٕسَ الْفَقِیْرَ ﴿۲۸﴾
ثُمَّ لْیَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوْا بِالْبَیْتِ الْعَتِیْقِ ﴿۲۹﴾

"এবং মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে (সওয়ার হয়ে), তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু হতে যা রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। 'তারপর তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ

করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে’। (সূরা হজ্জঃ ২৭-২৯)

সবশেষে গোটা হজ অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছু বিষয় সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের দৃষ্টিতে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে পরামর্শ রাখতে চাই। আশা করি কাফেলার দায়িত্বশীলগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়গুলো তুলে ধরবেন।

হজ পালনে ইচ্ছুক মুসলমানদের প্রতি

১) আরবীকে কুরআনের ভাষা হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে তা শিখার জন্য ব্যবস্থা নেয়া।

২) ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালভাবে আয়ত্ব করা।

৩) শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়ে হজ পালনে সচেষ্ট হওয়া।

৪) হজ কাফেলা পরিচালিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

৫) প্রযুক্তিগত বিষয়ে ধারণা নেয়া, বিশেষ করে 'নুসুক' ব্যবহারে মৌলিক প্রশিক্ষণ নেয়া।

৬) শারীরিক সামর্থ্য থাকতেই হজ করা (সম্ভব হলে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে)।

হজ কাফেলা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি

১) আরবীতে কথোপকথনে দক্ষ, সৌদী অ্যাপস ব্যবহারে অভিজ্ঞ, পূর্বে হজ্জ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং সর্বোপরি একদল জ্ঞানী আলেমকেই 'মুয়াল্লিম' হিসাবে নিয়োগ / দায়িত্ব দেয়া।

২) হাজীদের মধ্যে সেবা গ্রহণ নয়, ইবাদতমুখী মানষিকতা তৈরীতে দেশে থাকতেই ব্রিফিং দেয়া।

৩) হাজীদের হাতে-কলমে, ব্যবহারিক ও বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪) আরাফাতের ময়দান থেকে সামর্থবান হাজীদের পায়ে হেটেই মুজদালিফায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫) প্রত্যেক হাজীকে সহজবোধ্য হজ ম্যাপ সরবরাহ করা।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি

১) দলীয় বিবেচনায় নয় বরং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজ গাইড পাঠানো। শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে যারা সৌদীআরবে পড়ালেখা করছে তাদের থেকে বাছাই করে হজ গাইড সিলেক্ট করা যেতে পারে।

২) বাছাইকৃত একটি মিডিয়া টিম পাঠানো যেতে পারে।

৩) রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা দরকার।

৪) কূটনৈতিক দক্ষতা দেখিয়ে বাংলাদেশী হাজীদের থাকাসহ সকল ব্যবস্থাপনায় উন্নত ও মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করা।

৫) ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে না বিবেচনা করে অল্পখরচে হাজীদের হজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা।

সৌদী কর্তৃপক্ষের প্রতি

১) শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিটি টিমে একজন ইংরেজী ও বাংলা জানা কর্মী রাখা। প্রয়োজনবোধে হজকালীন সময়ের জন্য মুসলিম দেশসমূহ থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

২) মদিনা মসজিদের মত কাবার বাহিরে ছাতার ব্যবস্থা করা।

৩) আরাফাহ, মিনা ও মুজদালিফায় ওজু, গোসল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা আরো উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত করা।

৪) মিনায় স্থায়ী স্থাপনার ব্যবস্থা করা।

ওআইসি / মুসলিম কমিউনিটি এর প্রতি

১) হজকালীন ব্যবস্থাপনা ওআইসিভূক্ত দেশসমূহ সম্মলিতভাবে দক্ষ জনবল দিয়ে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

২) মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় আরবীকে আবশ্যিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩) মুসলিম দেশসমূহে শিশুদের ধর্মীয় ও আরবী শিক্ষায় ওআইসি কর্তৃক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

(হাসান) মুহম্মদ জিয়াউল্লাহ খান
সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা ও
ওয়ামী হজ কাফেলা
হজ- ২০২৩
'বি' প্যাকেজ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

হজ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার প্রতি এক বিশেষ এহসান। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দার পাপ মোচন করে প্রিয়পাত্র হওয়ার সুযোগ দান করেন।

হজের সময় কিছু নিষেধ আছে, যা অন্য সময় বৈধ, কিন্তু হজের সময় নিষেধ, তাই হজ করতে হবে-জেনে বুঝে ও-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুয়াল্লিমগনের মাধ্যমে।

আলহামদুলিল্লাহ্

ওয়ামী হজ কাফেলা সে রকম একটি কাফেলা, যার মাধ্যমে সুন্নাহ্ মোতাবেক হজ পালনের সুযোগ আমরা পেয়েছি, মক্কা এবং মদিনাতে গিয়ে হাজীদের প্রশিক্ষণ প্রোগাম সত্যিই প্রশংসনীয়।

মীনা, আরাফা, মুজদালিফা, জামারাহ সহ সকল স্থানে তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কার্যাদি সম্পন্ন করে কুরবানী শেষে অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ, এ কেবলমাত্র ওয়ামীর কাছেই আশা করা যায়।

কিছু দুর্বলতা তো মানুষের থাকবেই, তা ছাড়া লক্ষলক্ষ- হাজীদের ভীড়ে সৌদি প্রশাষণের দুর্বলতা, স্থানীয় নিয়মকানুন এগুলো, অপরিচিত মানুষের জন্য কিছুটা কস্ট মনে হলেও, ওয়ামীর সাথে হজে অংশগ্রহণ করার- সৌভাগ্যকে আল্লাহর নেয়ামত বলেই মনে করি, -আলহামদুলিল্লাহ্

ওয়ামী পরিবারকে মুবারকবাদ,

মোঃ হারুনুর রশিদ তারিক
ওয়ামী হজ কাফেলা
হজ- ২০২৩
'বি' প্যাকেজ

সম্মানিত সূধী,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় "ওয়ামী হজ কাফেলার" মাধ্যমে আমি এবং আমার সহধর্মিণী ২০২২ সালে পবিত্র হজ পালন সম্পন্ন করেছি। আলহামদুল্লিলাহ।

আমার মতে আপনি যদি ১০০% ভাগ বিশুদ্ধ ভাবে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার কথা ভাবেন, তাহলে আপনি ওয়ামী হজ কাফেলার মাধ্যমে পবিত্র হজ পালন করবেন। ওয়ামী হজ কাফেলা একটি সামজিক সেবা ও দাওয়াহ মূলক প্রতিষ্ঠান। এই কাফেলার মাধ্যমে আপনি স্বল্প ব্যয়ে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সর্বাধিক সেবাগ্রহণ ও বিশুদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে পবিত্র হজ্জ পালন করতে পারবেন বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ।

২০২২ সালের বি প্যাকেজ হাজীদের খরচ পরবর্তী হিসেবের অতিরিক্ত টাকা নগদ ফেরত প্রদান করেছেন। আমার জানা মতে ওয়ামী একমাত্র হজ কাফেলা যারা হাজীদের টাকা ফেরতের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

ওয়ামী হজ কাফেলার পরিচালক ড. নাজমুস সাআদাত ওবায়েদ ভাইসহ সকল গাইডরা সকলে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাজীদের সেবা করেছেন। মক্কা, মদিনা, মিনা, মোজদালিফা, আরাফাহসহ সব জায়গায় আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না বলে আমি মনে করি । কিছু সমস্যা হয়েছিল, যা ওয়ামী হজ কাফেলার সাধ্যের বাইরে ছিল।

আমরা ওয়ামী হজ কাফেলার উন্নতি ও উত্তোরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি ।

জাযাকাল্লাহ খাইরুন

জাহান ও মাহবুবা
ওয়ামী হজ কাফেলা
হজ ২০২২
'বি' প্যাকেজ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

২৫ জানুয়ারি ২০২৫ সহকর্মী প্রিয় বড় ভাই ডাঃ সাকিব ভাইয়ের সাথে ঢাকায় চিকিৎসকদের একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয়। কথায় কথায় জানতে পারলাম তিনি এবার হজ পালন করতে সৌদি আরব যাচ্ছেন। বললেন- যাবা নাকি আমার সাথে? চলো দুজনে একত্রে যাই! তখন এ বছরের রেজিস্ট্রেশনের ডেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপরও ওয়ামি টিমের আন্তরিক কর্মদক্ষতায় এক পর্যায়ে আমার হজ গমনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়! অনেক প্রক্রিয়ার পর সরকারি ছুটি মনজুর হয়। ১৮ এপ্রিল উত্তরায় জমজম টাওয়ারে ওয়ামি কর্তৃক আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত হই। পরিচিত হই ওবায়েদ ভাই, সামিরুল ভাই, নাঈম ভাইসহ ওয়ামীর অত্যন্ত আন্তরিক ও দক্ষ টিমের সাথে। উপহার পাই অত্যন্ত সুন্দর মূল্যবান একটি লাগেজ, টাওয়েল টাইপ এহরামের কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

সবশেষে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে গত ৭ মে বিমানবন্দর এলাকার হজ্ব ক্যাম্পে উপস্থিত হই! সেখানে রিসিভ করেন নাঈম ভাই। বুকিং লাগেজ জমা দিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে সরাসরি আন্তর্জাতিক টার্মিনালে চলে আসি।

আল্লাহর অশেষ রহমতে কোন বিলম্ব ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের বিমান ঢাকা বিমানবন্দর ত্যাগ করে। জেদ্দা বিমানবন্দরে নেমে আগে থেকেই প্রস্তুত আরামদায়ক বাসে করে সরাসরি চলে আসি হারাম শরীফের একেবারে সম্মুখে অবস্থিত মক্কা হোটেলে(পূর্ব নাম হিল্টন হোটেল)!

মক্কা হোটেলে একটানা আমরা ১৬ দিন ছিলাম! তিন বেলা বুফে খাবার ছিল খুবই উন্নত মানের এবং হারাম শরীফে যাতায়াত ছিল খুবই স্বস্তিদায়ক। মাঝখানে একদিন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় মক্কার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান জিয়ারা করি! প্রতিটি স্থানে চমৎকার ধারাভাষ্য দেন মুফতি কামরুল ভাই!

এরপর আমরা মদিনা আসি। এখানেও একদিন জিয়ারার ব্যবস্থা করা হয়। ওহুদ পাহাড়, কুবা মসজিদ, খেজুর বাগান ইত্যাদি স্থান আমরা দর্শন করি। মদিনার খাবারো ছিল বুফে সিস্টেমে আর হোটেল সাফাওয়াত আল মদিনা- মদিনার হারাম শরীফের খুবই কাছে।

সবশেষে বর্তমানে আজিজিয়াতে অবস্থান করছি এবং মূল হজ্বের কার্যক্রমের জন্য অপেক্ষমান আছি। আল্লাহর ইচ্ছায় আগামী ৪জুন থেকে হজ্বের মূল কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে শেষ হতে চলেছে আমাদের হজের সফর। আল্লাহর ইচ্ছায় এখন পর্যন্ত সবকিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে এবং এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওবায়দ ভাইয়ের টিমের। ওয়ামি হজ কাফেলাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই সুন্দর-সুশৃংখল-স্বাচ্ছন্দ্যময় আয়োজন করার জন্য।

আল্লাহ চাইলে হয়তো ভবিষ্যতে আবারো ওয়ামির সাথে পরিবার নিয়ে হজ বা উমরার পালন করব ইনশাআল্লাহ।

শুভেচ্ছান্তে
ডাঃ মোঃ রাশেদুজ্জামান
প্রভাষক, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।
এ প্যাকেজ ২০২৫ সাল
ওয়ামী হজ কাফেলা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ওয়ামী হজ কাফেলা পবিত্র হজ ও ওমরা হজ পালনকারী আল্লাহর মেহমানদের যথাযথ দায়িত্বের সাথে সার্বিক সহযোগীতা করার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ।যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন হজ কাফেলার ব্যাপারে আমরা নিয়মিত অনিয়ম ও বিশৃংখলার কথা শুনি সেখানে ওয়ামী হজ কাফেলা আল্লাহর মেহমানদের সাথে সর্বোচ্চ পেশাদারীত্বের সাথে তাদের দক্ষ কর্মী বাহীনি দিয়ে বাংলাদেশে, মক্কা এবং মদীনায় সার্বিক সহযোগীতা করে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে আমি ওয়ামী হজ কাফেলার মাধ্যমে আমার পরিবার ও আত্নীয় স্বজন নিয়ে রমজান মাসে পবিত্র ওমরা হজ পালন করেছিলাম ।ওয়ামী হজ্জ কাফেলার ভিসা প্রসেসিং, টিকেট সংগ্রহ ও বাংলাদেশে হজ পুর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে থাকেন। হজ পালনকারীদের জন্য অত্যন্ত উন্নত মানের প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। মক্কা এবং মদীনায় হেরেম শরীফের নিকটবর্তী স্থানে ভাল মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষ টীম দ্বারা তিন বেলা রুচি সম্মত বাংলা খাবার পরিবেশন করেন। মক্কা ও মদীনায় হেরেম শরীফের নিকটবর্তী এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান গুলো আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ইসলামীক স্কলারদের দ্বারা প্রকৃত ঘটনা গুলো বর্ণনা সহকারে দেখার ব্যবস্থা করেছেন এবং নিয়মিত তারবিয়া প্রোগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর মেহমানদেরকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অনন্য ভুমিকা পালন করেছেন। কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষনিক ভাবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছেন ।আমি ওয়ামী হজ্জ কাফেলার উত্তরোত্তর উন্নতি ও সফলতা কামনা করছি এবং ব্যাক্তিগত ভাবে ওয়ামী হজ্জ কাফেলার পুরো কর্মী বাহিনীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছান্তে

এ টি এম তসলিম উদ্দিন চৌধুরী

চেয়ারম্যান

মেট্রোজোন রিয়েল ষ্টেট এন্ড ডেভেলপার্স লি:

বি প্যাকেজ, ২০২৫ সাল

আমি ওয়ামি হজ কাফেলার হজ ২০২৫ বি প্যাকেজ এর একজন সদস্য।

আমরা বিগত ৬/৫/২০২৫ তারিখ হজ এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক এর রহমতে মক্কা তে পৌঁছাই।

এই সময় পর্যন্ত আমরা আলহামদুলিল্লাহ ওয়ামি কর্তৃপক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

খাবারের মান, হারাম শরীফ থেকে দূরত্ব, হোটেলের মান, প্যাকেজ মূল্য, ওয়ামি কর্তৃপক্ষের সার্ভিস, সবকিছু বিবেচনা করলে ওয়ামি কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি জিয়ারার অংশ না হওয়া সত্ত্বেও তায়েফ ভ্রমণের সুযোগ করার জন্য।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতিদিনের চমৎকার তারবিয়া সেশন এর জন্য যেখানে আমাদের দেশ এর নামকরা ইসলামী স্কলাররা নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছেন।

পরিশেষে আমি ওবায়েদ ভাই এবং হাসনাইন ভাইর সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং আন্তরিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হজ এর সময় চলে আসছে। সামনের কঠিন সময় গুলি আল্লাহ যেনো সহজ করে দেন।

আল্লাহ আমাদের সবাই কে মাবরুর হজ করার তৌফিক দান করেন ।আমীন।

শুভেচ্ছান্তে

আরাফাতুল ইসলাম

বি প্যাকেজ, ২০২৫ সাল

ওয়ামী হজ কাফেলা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আমি মুহাম্মদ আশরাফ উল্যা, পিআইডি নং ০৬০৬০৯০২. অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ২০২৫ সালের ওয়ামী হজ কাফেলার বি গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তাদের দক্ষ পরিচালনার নেতৃত্বে অত্যন্ত সুন্দর ও বিশুদ্ধভাবে পবিত্র হজের সার্বিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য মহান কা'বার মাবুদের নিকট সিজদা অবনত চিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

মূলত ওয়ামী হজ কাফেলা এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা সম্পূর্ণরুপে ব্যবসা মনোভাব পরিহার করে শুধুমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য সেবা ও দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফলে হজের দীর্ঘ সফরে সম্মানিত আল্লাহর মেহমানদের হজ পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। যা এই কাফেলার ব্যতিক্রমধর্মী এক যুগান্তকারী উদ্যোগ এবং প্রশংসার যোগ্য।

আমার হজের রেজিঃ থেকে শুরু করে হজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম এর সাথে ওয়ামী কর্তৃপক্ষ সম্পৃক্ত থেকে, বিশেষ করে ডঃ নাজমুস সাদাত ওবায়েদ ভাই এবং বি প্যাকেজের পরিচালক মাওলানা হাসনাইন ভাইয়ের সহযোগিতা, পরামর্শ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম জাযাহ কামনা করছি।

হজের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা মূলত একটি কঠিন কাজ। বিশেষ করে মিনার তাবু ও আরাফায় অবস্থান, মুজদালিফায় রাত্রি যাপন, জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা হাজী সাহেবদের জন্য অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হলেও ওয়ামী হজ কাফেলার সাথে সম্পৃক্ত ভাইদের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতার কারণে আমাদের জন্য তা সহজ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রচন্ড গরম এবং হাজী সাহেবদের ভিড়ের কারণে ২০২৫ সালের হজ পরিচালনা করা কঠিন হলেও দক্ষভাবে পরিচালনার মাধ্যমে এ কাফেলা সবাইকে নিয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে রাসুল (সঃ) এর দেখানো হজের পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের হজ সম্পন্ন হয়েছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মহান আল্লাহ দরবারে এ কাফেলার জন্য দোয়া করছি যেন এ কাফেলা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে এবং মুসলিম উম্মাহর খেদমতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ২০২৫ সালে এ কাফলার সাথে সম্পৃক্ত সকলের হজকে মহান আল্লাহ মকবুল হজ হিসাবে কবুল করুন আমীন।

শুভেচ্ছান্তে
মুহাম্মদ আশরাফ উল্যা
বি প্যাকেজ, ২০২৫ সাল
ওয়ামী হজ কাফেলা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অনন্য সুযোগ। কঠিন আবহাওয়া, ভিড়, এবং বিভিন্ন কষ্টসাধ্য আমলের মধ্য দিয়ে ধৈর্য ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই ইবাদত সম্পন্ন করতে হয়। হজ পালনের মাধ্যমে একদিকে যেমন বিপুল সওয়াব লাভ হয়, অন্যদিকে পাপ মোচনের এক অপূর্ব ও অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর দরবারে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর ঘরের মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং সেই মেহমানদারির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য ওয়ামী হজ কাফেলার মত একটি দায়িত্বশীল ও আন্তরিক কর্তৃপক্ষকে আমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন।

হজের দীর্ঘ যাত্রা ও নানা পর্বে আমাদের অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে ওয়ামী হজ কাফেলা আন্তরিকভাবে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছে। তাদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক, সহানুভূতিশীল এবং ধৈর্যশীল। হাজীদের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ ছিল প্রশংসনীয়।

এছাড়া, ওয়ামী কর্তৃপক্ষের আয়োজিত প্রায় ২০টি ইসলামিক প্রোগ্রাম ছিল অত্যন্ত চমৎকার, প্রাণবন্ত এবং গঠনমূলক। এসব প্রোগ্রাম শুধু তথ্যভিত্তিকই নয়, বরং হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এবং আত্মিক উন্নতির সহায়ক ছিল। সাথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জিয়ারাত ।এতে করে হজযাত্রার অভিজ্ঞতা আরও অর্থবহ ও স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, তিনি আমাদের এমন একটি কাফেলার সঙ্গে যুক্ত করেছেন যারা শুধু ব্যবস্থাপনায় নয়, বরং ইসলামের প্রতি গভীর দরদ এবং আন্তরিকতা নিয়ে হাজীদের খেদমত করে যাচ্ছেন। আমরা দোয়া করি, ওয়ামী হজ কাফেলার কর্তৃপক্ষ আরও উদার, দায়িত্বশীল ও আল্লাহভীরু মন-মানসিকতা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও সেবা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাক। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

শুভেচ্ছান্তে
আহমদ মুসা রায়হান
সি প্যাকেজ ২০২৫ সাল
ওয়ামী হজ কাফেলা

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

‘আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ’ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে মুখাপেক্ষীহীন’ (আলে ইমরান ৩/৯৭)।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হজ একটি ফরজ ইবাদত, যা সঠিক নিয়ম-কানুন মেনে পালন করাই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে ওয়ামী হজ কাফেলাই একমাত্র এজেন্সি যারা হাজী সাহেবদের সারাজীবনের অর্জিত সম্পদের মূল্য বুঝে যথাযথভাবে হজ পালনের সুযোগ করে দেন।

ওয়ামী হজ কাফেলা হাজী সাহেবদের হজ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রথমে জমজম টাওয়ারে ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করে এবং মক্কায় প্রতিদিন তারবিয়া প্রোগ্রাম পরিচালনা করে, যা সঠিকভাবে হজ পালনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে।

মক্কা ও মদিনার যিয়ারত আয়োজন ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিক স্থানগুলোর পটভূমি তুলে ধরা হয়, যা ১৪০০ বছর পূর্বের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিময় ঘটনাগুলো হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

সবশেষে, ওয়ামী হজ কাফেলার দায়িত্বশীলরা ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল,বিনয়ী এবং আন্তরিক। আমি তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে
মুহাম্মাদ আবদুল হান্নান
সি প্যাকেজ ২০২৫ সাল
ওয়ামী হজ্ কাফেলা

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

‘আর তুমি মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ'তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে’ (হজ ২২/২৭-২৮)

ওয়ামী হজ কাফেলায় ২০২৬ সালের হাজীদের হজ অভিজ্ঞতা এবং ওয়ামী সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন ও পরামর্শ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রায় ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি। আর পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশে নির্মিত প্রথম ঘর কাবা। ৪ হাজার ৫ শত বছর পূর্বে আল্লাহর নির্দেশে পুত্র ইসমাঈলকে (আ.) সংগে নিয়ে মুসলিম জাতির রুহানি পিতা বা আবুল মিল্লাত ইব্রাহিম আ. এই ঘর পূর্ণ নির্মাণ করেন। কাবা ঘর নির্মাণের পর আল্লাহ ইব্রাহিম আ. কে নির্দেশ দেন পৃথিবীবাসীকে হজ্জের আহবান করতে। আর আল্লাহর নির্দেশে আবু কুবাইস পাহাড়ে উঠে হজ্জের আহবান করেন। আমরা যারা রুহানি জগতে যারা এই ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, আল্লাহ তাদেরকে এই হজ্জের আসার সৌভাগ্য দান করেছেন। এই ভ্রমণ নিজেকে সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়ার ভ্রমণ, আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে শামিল হওয়ার ভ্রমণ। এই হজ্জের প্রতিটি কাজে স্বগীয় ইসলামি লিগেসির যোগসূত্র আছে। যা আমাদের পিতা ইব্রাহিম আ. এবং তার পরিবারের মাধ্যমে আল্লাহ দেখিয়েছেন। এই সৌভাগ্যের ভ্রমণ থেকে প্রকৃত ফল পেতে হলে এবং হজ্জকে মাবরুর বা কবুল হজ্জ হিসেবে হতে হলে সবার আগে হজ্জের মানাসিক বা বিধি-বিধান জানা আবশ্যক এবং এর লিগেসি, আধ্যাত্মিক যোগাযোগ সম্পর্কে জানা আবশ্যক। কিন্তু অতিব কষ্টের বিষয় বাংলাদেশের অনেক হাজীগন নির্বাচন করতে পারেন না কারা এই সম্পূর্ণ আঞ্জাম দিয়ে হজ্জকে কবুলিয়াতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি অনেকের হজ্জ ফাসেদের পর্যায়ে চলে যায় যথাযথ গ্রুপ না থাকায়। আমি কিছুমাস আগে ডঅগণ এর সংগে পরিচিত হয়েছিলাম। রেদোয়ান ভাই, ওবায়েদ ভাই আমার ওয়ামী ভাইদের দেখেছিলাম খুব কাছ থেকে। পরে যখন দেখলাম ওয়ামী হজ্জ কাফেলা, আমিও হজ্জের নিয়াত করেছিলাম তখন কোনরকম ভাবনা ছাড়াই আমার দায়িত্ব ওয়ামীকে দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল ওয়ামী আমাকে ১১০% দিবে। আমি কারো থেকে অন্য কোন এজেন্সি সম্পর্কে একটি পরামর্শ নেইনি আমার ওয়ামী থাকতে। আর বাস্তবে ওয়ামী হজ্জ কাফেলা দিয়েছে ১২০ %। কী নেই? মসজিদে নববীর সাথে মদিনার ৩ স্টার হোটেল, মক্কায় হারাম শরিফের কাছে ৩ স্টার হোটেল, সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিকর বাংলাদেশি খাবার, একেবারে ঠিক সময়ে। দেশ বরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ, ফকিহদের মাধ্যমে হজ্জের মানাসিক এবং ইসলামের মৌলিক বিধি বিধানের বিষয়ে তারবিয়াতি বৈঠক ও ওয়ার্কশপ আমাকে অভিভূত করেছে। এর সাথে আমাদের বাছাই করা হজ্জ সংগী। আমরা প্রত্যেকেই যেন একজন মুয়াল্লিম। আল্লাহ ওয়ামী হজ্জ কাফেলাকে অনেক বড় হোক, আর ইসলামের সেবায় অবদান রাখুক আর আমাদের ওয়ামী পরিবারের সাথী করুন। আল্লাহ সবার হজ্জকে হজ্জে মাবরুর হিসাবে কবুল করুন।

ড. মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান
ইকনমি প্যাকেজ
ওয়ামী হজ্জ কাফেলা- ২০২৬ ইং

হজ্জের শিক্ষা এবার কিছুটা অন্য আংগিকে হলো। বিদায় হজ্জে রাসুল সঃ যে বিষয়গুলো তুলে এনেছিলেন, লক্ষ্য করে দেখলাম বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে সে সমস্যা গুলোই প্রকট। যেমন বর্নবাদ/গায়ের রং নিয়ে রাসুল সঃ কথা বলেছেন।

বিভিন্ন জাতি, এমনকি মুসলিমরাও এখন দেখছি সাদা চামড়ার লোকদের মোড়লের আসনে বসাতে চায়। এমনকি হজ্জেও দেখলাম তাদের দেখভাল করা, বাড়তি সুবিধা দেয়ার প্রবনতা অন্যদের চেয়ে বেশী। অথচ সবখানে তাকওয়া প্রাধান্য পাওয়ার কথা ছিলো।

রাসুল সঃ আরো বলেছেন কিয়ামতের আগে মাসজিদগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে আমরা বেশী মনোযোগ দিব। স্বয়ং হারামের মাসজিদও দেখছি এর বাহিরে নয়। নতুন এক্সটেনশনে সালাত আদায়ে সুবিধা প্রদানের চেয়ে চাকচিক্যকে বেশী প্রধান্য দেয়া হয়েছে। অথচ তাওয়াফের স্থানগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার দিকে মনোযোগ দিলে বা সালাতের স্থানগুলোতে মদিনার মত ছায়ার ব্যবস্থা হলে হাজিদের অনেক আরাম হতো।

যাই হোক ওয়ামীর সাথে হজ্ব করার সবচেয়ে বড় প্রশান্তির জায়গা হলো তাদের পরীক্ষিত সততা, সহনশীলতা, আমানতদারীতা ও তারবিয়াতের দিকে অধিক মনোযোগ। তারবিয়াত প্রোগ্রাম গুলোতে হাজিদের চোখের পানিতে তাদের মনগুলোকে ভিজিয়ে মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফার জন্য তাদের প্রস্তুত করাটাই সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি ও সফলতা বলে মনে করি। যা ওয়ামী সফলভাবেই করেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

প্যাকেজগুলো অনুযায়ী সব হাজিদের সুযোগ সুবিধাকে এক চোখে দেখা ওয়ামীর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে চোখে পড়লো। ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে হাজির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তাদের মাঝে বৈষম্য করা হয় নাই। এটা হজ্বেরও অন্যতম শিক্ষা।

আশা করি প্রতি হজ্ব সফরের পরই ওয়ামীর অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন পালক যুক্ত হবে ও ম্যানেজমেন্ট সে আলোকে পরবর্তী সফর পরিকল্পনা করবেন।

অতি প্রতিযোগিতার অসুস্থ ভীড়ে আল্লাহ ওয়ামীকে স্বকীয়তা বজায় রেখে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন।

আহমেদ শরীফ
মানব সম্পদ বিভাগ
শেভরন বাংলাদেশ
ওয়ামী হজ্জ কাফেলা- ২০২৬ ইং

আমি হজের পরিকল্পনা করছিলাম, কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো এজেন্সি নিশ্চিত করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। এর মাঝে আমার দুই সহকর্মী জনাব সোহেল রানা এবং মিজানুর রহমান জানালেন যে তারা ডধসু-এর সাথে হজে যাচ্ছেন। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল এবং আমি নিশ্চিত হলাম যে হজ আয়োজনে ডধসু-এর সুনাম চমৎকার এবং আগের রিভিউ অনুযায়ী এটি বাংলাদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য এজেন্সি। এরপর আমি ইকোনমি প্যাকেজে নিশ্চিত করি।

তবে সামগ্রিকভাবে তাদের সেবায় আমি এতটাই খুশি যে এটা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। তারা বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ শায়খদের নিয়ে ৩০টিরও বেশি তারবিয়াত সেশন পরিচালনা করেছে, আর এই সেশনগুলো কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী হজ পালনের জন্য আমার শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে অনেক সাহায্য করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। তাছাড়া এজেন্সির ব্যবস্থাপনায় আমরা বেশিরভাগ ঐতিহাসিক স্থানও ঘুরে দেখেছি।

হোটেল ও অবস্থানগুলো হারামের কাছাকাছি ছিল, যার ফলে বেশিরভাগ সময় হারামে কাটানো সম্ভব হয়েছে। সকল কর্মকর্তা খুবই যত্নশীল ছিলেন।

মদিনায় খাবার চমৎকার ছিল, মক্কায় ভালো ছিল, তবে একটু তেল বেশি ছিল– যদিও সবকিছুই এজেন্সির হাতে।

আমি দোয়া করি এবং আশা করি ডধসু ভবিষ্যতেও এই সেবা চালিয়ে যাবে।

কতিপয় মন্তব্য ও পরামর্শ :

- স্থানীয়দের সাথে কথা বলার জন্য কিছু আরবি ভাষায় দক্ষ লোক প্রয়োজন।
- দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আরবি যোগাযোগের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অনলাইন কোর্স চালু করা যেতে পারে।
- হাজীদের মাঝে কিছু দাওয়াহ কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে।
- পূর্ণ বা আংশিক বৃত্তিসহ উচ্চশিক্ষার জন্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
- মক্কায় খাবারের মান উন্নত করা দরকার। আইটেম ঠিক আছে, কিন্তু শেফের দক্ষতা গড়পড়তা এবং তেল বেশি ছিল।

আল্লাহ যেন আপনাদের (ডধসু কর্মকর্তাদের) সকল কার্যক্রমকে ইবাদত হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

মোঃ রেজাউল করিম
ইভিপি এন্ড চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
হেড অফিস,ঢাকা।
ওয়ামী হজ্জ কাফেলা- ২০২৬

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

'আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ'ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ জগদ্বাসী থেকে মুখাপেক্ষীহীন' (আলে ইমরান ৩/৯৭)।

আল্লাহর ঘরের মেহমানদের (ضيوف الرحمن) নিয়ে আয়োজিত ওয়ামী হজ্জ কাফেলা (ধানসিঁড়ি এয়ার ট্রাভেলস লিঃ) বাংলাদেশের হাজীদের জন্য একটি বড় নিয়ামত।

যার সাশ্রয়ী প্যাকেজ, সফর প্রস্তুতি নির্দেশনা, হজের সফরে প্রয়োজনীয়

ব্যাগ, লাগেজ, ইহরামের কাপড় সহ সকল উপহার সামগ্রী, ঐতিহাসিক স্থান সমূহে জিয়ারা এবং তারবিয়া সেশন, একেকজন হাজিকে মোয়াল্লেমে পরিণত করেছে।

এখানে এসে আমার মনে হয়েছে এটি একটি সেবামূলক কাফেলা যা ব্যবসা ভিত্তিক নয় ।

যে সমস্ত মেহমানদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত দুরুহ তাদের সাথে ওঠাবসা, তাদের কথা শোনা এবং সংস্পর্শে থাকা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

২০২৬ সেশনে হজে অংশগ্রহণকারী আমার সহধর্মিনী অধ্যঃ মাসুদা আক্তার সহ সকল হাজীদের পক্ষ ওয়ামী হজ্জ কাফেলা (ধানসিঁড়ি এয়ার ট্রাভেলস লিঃ) কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মুফতি মীর নুরুন্নবী
সহকারী অধ্যাপক (আরবি)
হয়বতপুর গো. ই. ফাজিল মাদ্রাসা, নাটোর।
ওয়ামী হজ্জ কাফেলা- ২০২৬ ইং

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

‘আর তুমি মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ’তে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হ’তে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে’ (হজ ২২/২৭-২৮)

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

DR.MIZANUR RAHMAN AZHARI

ISLAMIC SCHOLAR

MD ANWAR HOSAIN MOLLA

ISLAMIC SCHOLAR

DR.KAMRUL HASAN SHAHIN

ISLAMIC SCHOLAR

MUHAMMAD NAZRUL ISLAM

HAJJ GUIDE

MUNAZZEM-MD NAZMUS SADAT

DIRECTOR

MD SHOHIDUL ISLAM

HAJJ GUIDE

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

ABU TAHER MUHAMMAD ABDUL GOFUR

HAJJ GUIDE

HASNINE AHAMMED

HAJJ GUIDE

MD SALA HUDDIN

HAJJ GUIDE

DR ORAKATUL JANNAT

HAJJ GUIDE

ABU NAIM WAKIL UDDIN

PID 10371957

MD RIAZUL ISLAM

PID 10371958

ANWARUL WADUD

PID 10372057

A S M SHAHRIAR KABIR

PID 10371954

S M KHALIDUZZAMAN

PID 10370694

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

SYEMA JAFRIN KHAN

PID 10371860

MD ABU SALEHEEN KHAN

PID 10371861

RIFAT NAWRIN OVI

PID 10371862

BAZLUR RAHMAN KHAN

PID 10371863

MD SHARIAR MANNAN SHOUROBH

PID 10371864

MD SAKIBUR RAHMAN

PID 10371865

MD NURUL HUDA

PID 10371866

MD HARUN OR RASHID

PID 10371867

MRS ABIDA KHANOM

PID 10371868

MD MASUD HASAN

PID 10371869

FATEMA YASMIN

PID 10371870

ABDUS SATTAR HOWLADER

PID 10371871

MD KAMRUL ALAM

PID 10371872

MD MAHBUBUR RAHMAN

PID 10371873

MST JESMIN NAHAR

PID 10371874

MD ATHAR HOSSAIN KHAN

PID 10371875

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

DILSHAD KHAN RIPA
PID 10371876

SALMA BEGUM
PID 10371877

MOHAMMED OMAR FARUK
PID 10371878

JAMIL MD HUSSAIN
PID 10371879

CHOWDHURY LIPI
PID 10371880

AHMED SHAH JAHAN
PID 10371881

NASIMA GULNAHAR ALI
PID 10371882

MOHAMMAD SALAH UDDIN
PID 10371885

ALEYA AKTER
PID 10371886

MD ABDUS SOBUR
PID 10371887

FARZINA YASMIN HAPPY
PID 10371888

MD YEAKUB ALI TALUKDER
PID 10371889

MST.SALMA PARVIN SHAPLA
PID 10371890

MUZAMMEL HAQUE KHAN
PID 10371891

NASRIN SULTANA
PID 10371892

MD MONWARUL ISLAM
PID 10371893

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MUHAMMAD SADEQUL ISLAM
PID 10371894

MD HASAN SHAHRIAR
PID 10371895

MD MILAD HOSSAIN MIHA
PID 10371896

HASINA AKHTAR
PID 10371897

KHAIRUL ZAMADDER
PID 10371898

ROKSHANA KHANAM
PID 10371899

MD RAIF HASAN
PID 10371900

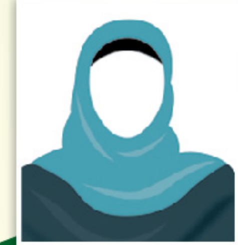
AFSANA KHANAM
PID 10371901

MD JAMIUL FERDOES
PID 10371902

MD RAMIZ UDDIN
PID 10371903

ABDULLAH AL AMIN
PID 10371904

UMMY RUMMAN
PID 10371905

MD SANOWAR KHAN
PID 10371906

SAPLA AKTER ETY
PID 10371907

AMDADUL ISLAM
PID 10371908

MD ABDUR RAHMAN
PID 10371909

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

M MOSHIUR RAHMAN
PID 10371910

SABIT BIN HANNAN
PID 10371911

SHAMIMA SULTANA
PID 10371912

KANIZ SAFILA FERDOUSE
PID 10371913

NABIL BIN HANNAN
PID 10371914

MD ROBIUL ISLAM
PID 10371915

MD KAMAL UDDIN MAHAMUD
PID 10371916

MORIOM BEGUM
PID 10371917

HAZRA BEGUM (63Y)
PID 10371918

MOHAMMAD MORSHED ALAM
PID 10371919

MOHAMMAD NASIR UDDIN
PID 10371920

MUJTABA ALI HOSSAIN
PID 10371921

ZOHORA FATEMA
PID 10371922

MD ANSARUZZAMAN
PID 10371923

MD JANE ALAM KHAN
PID 10371924

KAMRUN NAHER
PID 10371925

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MOSAMMOT MORJINA AKTAR
PID 10371926

MD SALIM SHAHJADA
PID 10371927

MD ABDUL HAMID
PID 10371928

MD MOZIBUL ISLAM MIA
PID 10371929

MD ZAHIDUL ISLAM
PID 10371930

NUSRAT TALEB
PID 10371931

RAHMOT ALI
PID 10371932

ROMANA AKTHER
PID 10371933

MD SHAHID ULLAH
PID 10371934

MD BELAYET HOSSAIN
PID 10371935

SHANAJ BEGUM
PID 10371936

S K M ZIAUL FEARDOUS
PID 10371937

SHEIKH NARGIS SHULTANA
PID 10371938

MD RASHEDUL HASAN
PID 10371939

HASINA IREEN
PID 10371940

HOSNE ARA BEGUM
PID 10371941

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MOHAMMED ABUL KHAIR

PID 10371942

IKBAL HUSSAIN

PID 10371943

MD SHOHEL RANA

PID 10371944

SHARMIN AKHTER SHUMI

PID 10371945

MD TANVIR MOINUDDIN

PID 10371946

MD GOLAM FARUK

PID 10371947

ASMAUL HUSNA

PID 10371948

TAPADAR SAYED AHMED

PID 10371949

SHAZED AHMED

PID 10371950

A K M RUHUL AMBIA

PID 10371951

MD NAHIDUZZAMAN

PID 10371952

AFRINA TAZNIN

PID 10371953

UMMEY HABIBA SHARMIN

PID 10370626

MD SIDDIKUR RAHMAN

PID 10371643

MAJHARUL ISLAM

PID 10371846

SHAHEDUR RAHMAN

PID 10371959

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD RUHUL AMIN

PID 10371960

MD GOLAM AZAM

PID 10371961

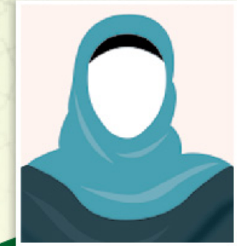

MORSHEDA HOQUE

PID 10371962

SAFWAN ISLAM

PID 10371963

SAMSAD HOQUE MILIA

PID 10371964

MUHAMMAD ZIAUL KARIM

PID 10371965

MD ABUL KASEM

PID 10371966

MOBASSARA BEGUM

PID 10371967

SHAHENA AKTER

PID 10371968

ADIB MOHAMMAD

PID 10371969

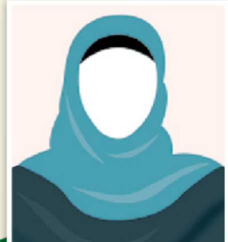

SALSABIL KAWSER

PID 10371970

ABDULLAH AL MARUF

PID 10371971

SHAGUFA JAHAN

PID 10371972

MD ARSHADUL HAQUE

PID 10371973

ARIFA HAQUE

PID 10371974

MD ZIAUR RAHMAN

PID 10371975

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD SHAFIQUR RAHMAN
PID 10371955

MD ASHIQUR RAHMAN
PID 10371977

MD ZAHANGIR ALOM
PID 10371978

MD MAINUL ISLAM
PID 10371979

SOHAG JOMADDER
PID 10371980

MOHAMMAD ABU TAHER HOWLADER
PID 10371981

MD KHAIRUZZAMAN KHAN
PID 10371982

MD NASIR UDDIN
PID 10371983

AYESHA BEGUM
PID 10371984

RUBINA YASMIN
PID 10371985

MD AHAMAD NUR
PID 10371986

MOSAMMAT KHALEDA BEGUM
PID 10371987

MD NAHIDUR RAHMAN
PID 10371988

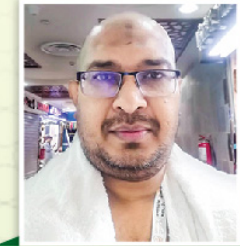

MD WARESHUZZAMAN
PID 10371989

MRS JESMIN ARA MANSUR
PID 10371990

MD ABUL BASHAR
PID 10371991

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

ABDULLAH AL MAMUN
PID 10371992

MD RUHUL AMIN
PID 10371993

MURSHIDA KHATUN
PID 10371994

MD SHARAF UDDIN
PID 10371995

ASMAUL HUSNA
PID 10371996

ALI AKBOR
PID 10371997

MD MURADUL HASAN
PID 10371998

FARHANA AHMED
PID 10371999

MD ASADUZZAMAN
PID 10372000

SYED ABDUR RAUF
PID 10372001

ARINA ALAM CHOWDHURY
PID 10372002

MUHAMMAD MOSHAROF HOSSAIN
PID 10372003

TAJMUNNAHAR TAJMUNNAHAR
PID 10372004

SYED AHMED KABIR
PID 10372005

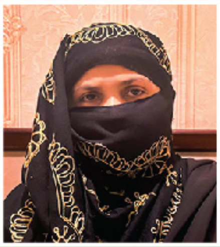
MORIAM NOOR SHAPLA
PID 10372006

MUHAMMAD ABDUR RAHMAN
PID 10372007

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD NURUL ISLAM
PID 10372008

MOSAMMAT RAHIMA BEGUM
PID 10372009

JAMILA FERDOUS
PID 10372010

ABU MOHAMMAD KADER HOSSAIN CHOWDHURY
PID 10372011

=AFSARUNNESA AFSARUNNESA
PID 10372012

SAJJAD GHIAS UDDIN KHALED
PID 10372013

SALMA KAUSER
PID 10372014

AMATUR NUR CHOWDHURY
PID 10372015

SAYEDA KAMRUN NESSA
PID 10372016

MOHAMMAD SHARIFUL ISLAM
PID 10372017

REHENA SULTANA
PID 10372018

MD KHALILUR RAHMAN
PID 10372019

MAKSUDA KHANUM
PID 10372020

TASLIMA AKTAR
PID 10372021

MD TAREKH RASUL
PID 10372022

MOHAMMAD MOSTAFIZUR RAHMAN
PID 10372023

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

SHILPEE KHATUN

PID 10372024

MOHAMMAD SAIFUL ISLAM KHAN

PID 10372025

MRS SULTANA NIGER

PID 10372026

MUSTAFIZUR RAHMAN

PID 10372027

HOJAIFA HOJAIFA

PID 10372028

ABDUR RAHIM SHAMIM

PID 10372029

MD ABRAHAM LINKON

PID 10372030

FARZANA YESMINE

PID 10372031

MD FARUQUE MEHEDI FUHAD

PID 10372032

SWAPNA PERVIN

PID 10372033

MD SHAHAJAHAN

PID 10372034

MOHAMMED SHAIFUL ISLAM

PID 10371859

MD SHAHEDUL ALAM

PID 10372037

MD WAZED ALI

PID 10372038

NARGIS BEGUM

PID 10372039

MD AMJAD SHEIKH

PID 10372040

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD BACCHO MIAH

PID 10372041

IMTIAZ MD AHSANUL KADER BHUIYAN

PID 10372042

RUMANA AZAMv

PID 10372043

USAMAH YEAKUB

PID 10372044

TASNEEM SAMI

PID 10372045

MD GOLAM RABBANI

PID 10372046

MD HASAN MAHMUD

PID 10372047

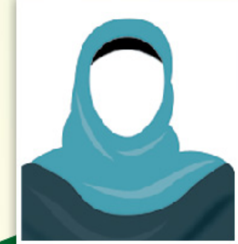

MAHJABEEN MONOWAR TARAFDAR

PID 10372048

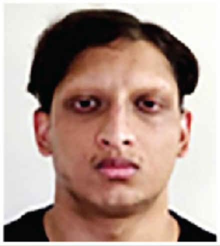

SAAD MOHAMMED PRAMANIK

PID 10372049

AFROZA SULTANA PRAMANIK

PID 10372050

PARISA ISLAM

PID 10372051

MD NAZMUL AREFIN

PID 10372052

MD FARIDUL ISLAM SARKAR

PID 10372053

AMEE BEGUM

PID 10372054

MUHSIN UDDN

PID 10372055

MUHAMMAD KHALEDUZZAMAN

PID 10372056

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

AFSANA MIMI
PID 10371847

MASUMA JAHAN ASMA
PID 10372058

MD SYDUZZAMAN
PID 10372059

DELUARA PERVIN
PID 10372060

MD GOLAM SARWAR FARHAD'
PID 10372061

ABUL KHAIR MOHAMMAD ABDUL JALIL
PID 10372062

MD AL-AMIN HOSSAIN
PID 10372063

MD EYKUB ALI
PID 10372064

MST OSIMA BEGUM
PID 10372065

NUR MOHAMMAD
PID 10372066

DILRUBA YEASMIN
PID 10372067

SHEIKH SAFAIT HOSSAIN
PID 10372068

ABDULLAH AL MAMUN
PID 10372069

MD ZOHURUL ISLAM
PID 10372070

MD EMTIAZ HOSSAIN
PID 10372071

ANAMUL HOQUE
PID 10372072

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD ANISUR RAHMAN

PID 10372073

MST AMINA BEGUM

PID 10372074

MD ZAHIDUL ISLAM

PID 10372075

MST MOMENA BEGUM

PID 10372076

MD ABDUL HIGH SHA

PID 10372077

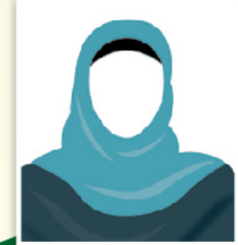

MST SHAHIDA BEGUM

PID 10372078

MD HAMIDUR RAHMAN KHAN

PID 10372079

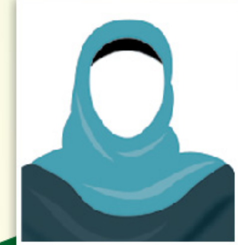

RUMANA HAMID

PID 10372080

MD MONIRUZZAMAN

PID 10372081

ZANNATUL FERDOUS

PID 10372082

BASHIR AHAMAD

PID 10372083

MUHAMMAD AKHTARUZZAMAN

PID 10372084

A K M MUHIBUR RAHMAN

PID 10372085

SABNUM MUSTARI

PID 10372086

MD MAYDAN ALI

PID 10372087

ZAHIRUL ISLAM ZAKIR

PID 10372088

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD YEASIN BHUYA

PID 10372089

SHAH MD SOYEB UL ALAM

PID 10372090

SHAKH MD JAHIR ABBAS

PID 10372091

MD TAUHIDUL ISLAM

PID 10372092

MOHAMMAD MOSHARROF HOSSAIN

PID 10372093

MD ROWSHAN ISDANI

PID 10372094

MAHMUDA BEGUM

PID 10372095

MD ASADUZZAMAN

PID 10372096

MST TASLIMA KHATUN

PID 10372097

MD ABU EUSUF

PID 10372098

MD ARSHAD ALI

PID 10372099

MD AMAN ULLAH

PID 10372100

SAHANOR BAGUM

PID 10372101

MOHAMMAD MAHBUBUR RAHMAN

PID 10372102

MOHAMMAD MOKBOUL HOSSAIN

PID 10372103

ASMA AKTER

PID 10372104

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD BELAYET HOSSAIN
PID 10372105

MD AMINUR ISLAM
PID 10372106

MD SAKHAWAT HOSSAIN
PID 10372107

H M MASUD KARIM
PID 10372108

MOHAMMAD HARUNUR RASHID
PID 10372109

MAMTAJ BEGUM
PID 10372110

B M EHSANUL KABIR
PID 10372111

JESMIN SULTANA
PID 10372112

A.N.M.SHAFIQUR RAHMAN
PID 10372113

MD AHASAN HABIB
PID 10372114

KEYA PARVIN
PID 10372115

MD ABDUL AZIZ
PID 10372116

MISS HAFIZA KHATUN
PID 10372117

MUHAMMAD ABUL BASHAR
PID 10372118

RASHEDA KHANAM
PID 10372119

MD MIZANUR RAHMAN
PID 10372120

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD SHAHIDUL ISLAM

PID 10372121

ABDUL AZIZ

PID 10372122

MD ABDUL QUADER

PID 10372123

MD SOHEL RANA

PID 10372124

MD SAMSUZZAMAN

PID 10372125

MD TAKIBUR RAHAMAN

PID 10372126

MD SUJAHANGIR KABIR SARKAR

PID 10372127

MD MAMUN UR RASHID

PID 10372128

MD ABDUL MASUD

PID 10372129

MD ABU SHAHED

PID 10372130

MUSRAT JAHAN

PID 10372131

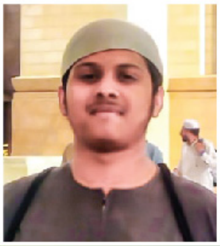

MOHAMMAD SABIT

PID 10372132

MOHAMMAD ABID

PID 10372133

NOOR MOHAMMAD BORHAN UDDIN KHAN

PID 10372134

MD SHAFIAR RAHMAN

PID 10372135

MST SHAHANA YASMIN

PID 10372136

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

ALI AHAMMAD

PID 10372137

RABIA KHATUN

PID 10372138

MD QUAMRUZZAHID

PID 10372139

MD MAHBUBUL ALAM

PID 10372140

MD NURUL ISLAM

PID 10372141

MOHAMMAD NURON NOBI

PID 10372142

MST MASUDA AKTER

PID 10372143

MD OSMAN GONI KHA

PID 10372144

MST ROWSHONARA BEGUM

PID 10372145

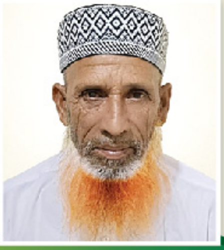

MD. ABUL KALAM

PID 10372146

MD REZAUL KARIM

PID 10372147

MD ABU TAHER KHAN

PID 10372148

MD IMAM HOSSAIN

PID 10372149

ABU IMRAN MOHAMMAD SHAMSUL HUDA

PID 10372150

SONIA BEGUM

PID 10372151

MD ABDUL WADUD

PID 10372152

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

NAGMUN NAHAR

PID 10372153

B M ENAMUL KABIR

PID 10372154

MITA SULTANA

PID 10372155

MD NASIR NEWAS

PID 10372157

KARNISH KHANAM

PID 10372158

A K M ABDUL AKAND

PID 10372159

AHMED SHARIF

PID 10372160

TAMANNA TASNIM

PID 10372161

AHMED MUKRAMIN

PID 10372162

AHMED ABRAR

PID 10372163

KAZI FAZLUL AKBAR

PID 10372164

MUNIRA BATUL

PID 10372165

MD TABIBUR RAHMAN

PID 10372166

HASAN IMAM

PID 10372167

MD JAHIDUL ISLAM

PID 10372168

MOHAMMAD FAKHRUL ALAM ONIK

PID 10372169

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

FATIMATUZ ZANNAT

PID 10372170

ABU SALEH MOHAMMAD ABU OBAIDA

PID 10372171

LUBNA JAHAN

PID 10372172

MD MOSTAFIZUR RAHMAN

PID 10372173

ARZU ANAM

PID 10372174

SAMRAT MOSHIUR RAHMAN

PID 10372175

AL ASMA BEGUM

PID 10372176

MURSHIDA RAHMAN

PID 10372177

SALINA AKTHER

PID 10372178

HEDAYTUL ISLAM

PID 10372179

MUSTAFA MAHMOOD

PID 10372180

NAZMA BEGUM

PID 10372181

SHIBLI SHAMS CHOWDHURY

PID 10372182

GOLAM MOWLA

PID 10372183

AYESHA KHATUN

PID 10372184

ZAKER RIEAD

PID 10372185

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MAMNUN AHMED CHOWDHURY
PID 10372186

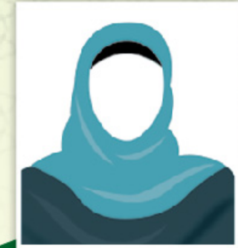
TAHMIDA AKTER
PID 10372058

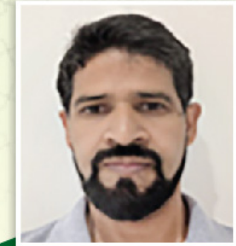
MOHSIN AHMED
PID 10372188

MST MORIOM KHATUN
PID 10372189

A S M ASHIQUZZAMAN
PID 10372190

MD MOHOSHIN CHOUDHURY
PID 10372191

SHAHANA BEGUM
PID 10372192

MD JASIM DEWAN
PID 10372193

SHAH MD ZUBAIR NURULLAH
PID 10372194

AFSANA ZUBYARA
PID 10372195

MD SAIFUL ALAM EJDANEE
PID 10372196

SHANU RAHMAN
PID 10372197

RAFAT EJDANEE
PID 10372198

ANISHA EJDANEE
PID 10372199

NURUS SUFIAN CHOWDHURY
PID 10372200

HUSNA CHOWDHURY
PID 10372201

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MOHAMMED SHAHJAHAN SIRAJ

PID 10372202

MST SAMSUNNAHAR

PID 10372203

S.M.AZIM UDDIN

PID 10372204

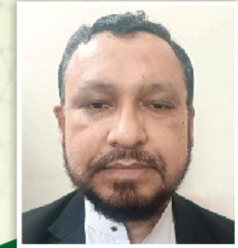

MOHAMMED BELAYET HOSSAIN

PID 10372205

MUHAMMAD RAKIBUL ISLAM

PID 10372206

TASNEEM SUMAIYA

PID 10372207

KAZI OSMAN HARUNI

PID 10372208

MD. MOFAZZAL HOSSAIN

PID 10372209

MD ZAHID HOSSAIN

PID 10371848

SHAHANA HOSSAIN

PID 10371849

MAKSUDAKHATUN

PID 10372212

MOHIUDDIN AHMED

PID 10372213

MST.HAZEARKHATUN

PID 10372214

HASAN NAZMUS SUHAN

PID 10372215

SALWA ANWAR

PID 10372216

MD SHUHEL MIAH

PID 10372217

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

QUAZI SULTAN AHMED
PID 10372218

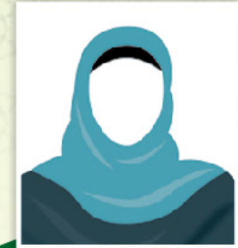

FAHMIDA AKHTER
PID 10372219

KAZI KHALEKUZZAMAN
PID 10372220

SYED PIAR ALI
PID 10372221

JOTSNA BEGUM
PID 10372222

MD KHORSHED ALAM
PID 10372223

FERJANA YEASMIN
PID 10372224

NASHID KAMAL KANA
PID 10372225

MIZANUR RAHMAN
PID 10372226

MD RAFIQUL ISLAM
PID 10372227

MD IMAMUL HOSSEN
PID 10372228

MD FOYAZ AHMAD
PID 10372229

A K M SAHIUZZAMAN
PID 10372230

S.M.ALAMGIR
PID 10372211

AKLIS MIAH
PID 10372232

MD ENAMUL HAQUE MURAD
PID 10372233

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

SHEIKH SHAFIQ
PID 10372234

HASINA CHOWDHURY
PID 10372235

MUHAMMED MOSTAFA ZAMIL
PID 10372236

HASAN MOLLA
PID 10372244

NURUL KADER PARVEJ
PID 10379027

SHEKH FERDOUS PARVEZ
PID 10379028

MD YUNUS KHAN
PID 10379029

MD KABIR HOSSAIN
PID 10379030

A N M KAMRUL HASSAN
PID 10379031

ABDULLAH OMAR FAROOQUE SHABAB
PID 10379032

MD SHAFIQUL ISLAM
PID 10379033

MD ABDUL KADIR
PID 10379034

KAZI MOHAMMAD TOWHIDULISLAM
PID 10379035

MD MOSLEH UDDIN
PID 10371855

MUHAMMAD RAHAT AL-RAFI
PID 10371850

SHAHIDA AKTHER
PID 10371851

২০২৬ সালে হজ্জে গমনকারী সম্মানিত হাজীবৃন্দ

MD ATIQUR RAHMAN

PID 10371852

MD MOAZZEM HOSSAIN

PID 10371853

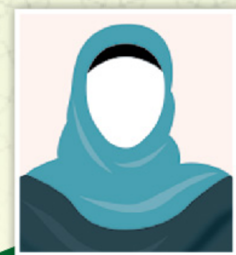

MAHIN HOSSAIN

PID 10371854

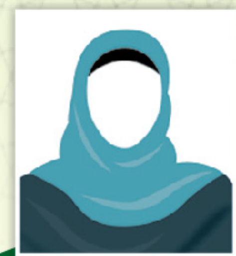

FAZILATEN NESA

PID 10371856

MD.BAREK MIA

PID 10371976

MD HABIBUR RAHMAN

PID 10371857

SIDDIKUN NAHAR

PID 10371858

সাল ভিত্তিক হাজীদের সংখ্যা

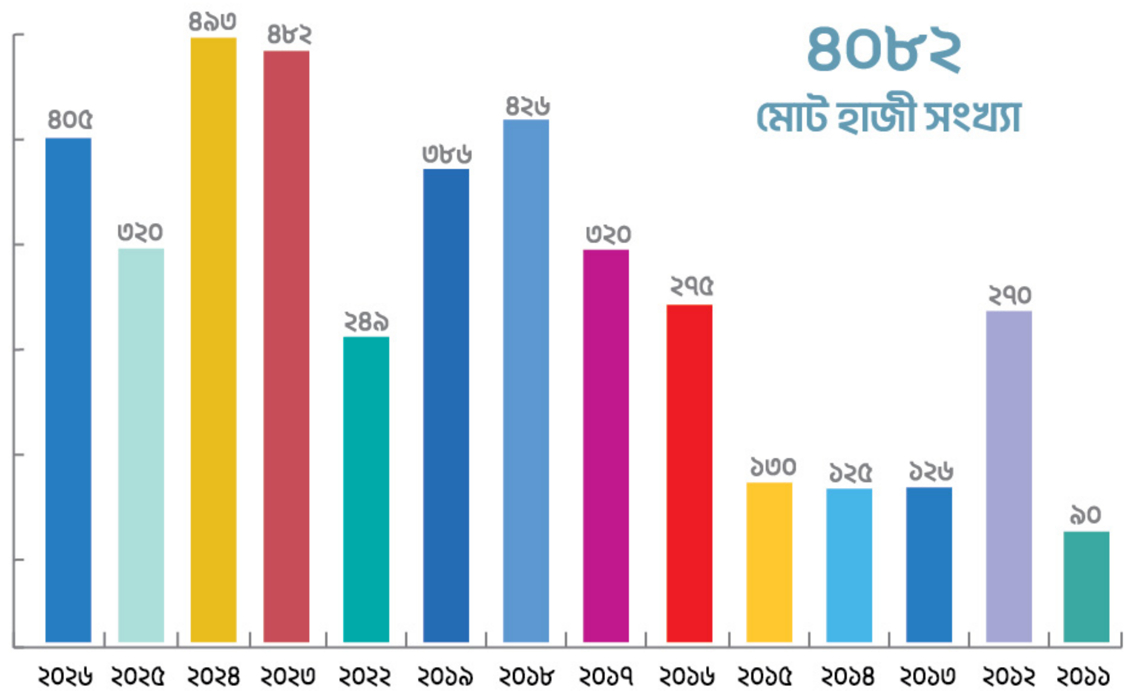

সাল ভিত্তিক উমরাহ হাজীদের সংখ্যা

হজ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম
হজ্জ ২০২৬
১১ এপ্রিল ২০২৬, রোজ শনিবার

মোবাইলে যোগাযোগ:
হোটেলে পৌঁছে প্যাকেজসহ সিমকার্ড কিনতে পারবেন
বাংলাদেশ থেকে রোমিং করে নিতে পারেন
আপডেট তথ্য ও নির্দেশনা জানতে হোয়াটসএপ

"O All
and tes
worship

জিয়ারাহ প্রোগ্রাম-মক্কা ও মদিনা

ঢাকা ও জেদ্দা এয়ারপোর্ট

Daleel
Alzowar

আরাফাহ

DIYAN

বদর প্রন্তর

বীরে সেফা

হেরা পর্বত

জাবালে নূর

জাবালে মালাইকা

JABAL
CEBELÜ'L-MELÂİKE

جبل الملائكة
JABAL AL-MALAIKA
A MOUNTAIN LOCATED EAST OF THE PLAIN OF BADR, IT IS ASSOCIATED WITH THE DESCENT OF THE ANGELS WHO STRENGTHENED THE BELIEVERS DURING THE GREAT BATTLE. FROM THIS ASSOCIATION CAME ITS NAME, "JABAL AL-MALAIKA" (MOUNTAIN OF THE ANGELS), REMAINING A SYMBOL OF DIVINE VICTORY AND HEAVENLY SUPPORT THROUGH WHICH ALLAH AIDED HIS RIGHTEOUS SERVANTS.

জাবালে সওর

কারনুল মানাজিল

ميقات قرن المنازل (السيل الكبير)
MIQAT QARN AL MANAZIL (AL-SAIL AL-KABIR)

মদিনা চত্বর

মাকবার ইবনে আব্বাস

মসজিদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস

মসজিদে কিবলাতাইন

মসজিদে নামিরা

মসজিদে কুবা

ওহুদ প্রান্তর

রাসূল (স:) এর বাড়ী

মক্কা টাওয়ারের পাশে

তায়েফের ময়দানে

উমরাহ

মুজদালিফা

আরাফার তাবুতে হাজীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন
ড. মিজানুর রহমান আজহারী

হাজীদের নিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করছেন
ড. মিজানুর রহমান আজহারী

তারবিয়্যাহ প্রোগ্রাম সমূহ

তারবিয়াহ প্রোগ্রাম
হজ্জ ২০২৬
ধানসিঁড়ি এয়ার ট্রাভেলস লিমিটেড
তারবিয়াহ প্রোগ্রাম
হজ্জ ২০২৬
আলোচক
তারবিয়াহ প্রোগ্রাম
হজ্জ ২০২৬
আলোচক

জামারায় হাজীদের পাথর নিক্ষেপ

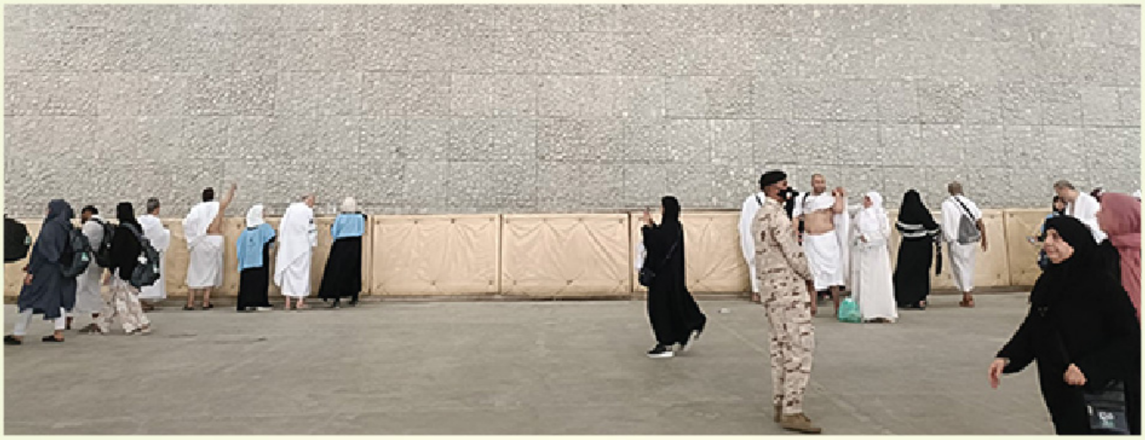

কুরবানী

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
"আমরা পরোপকারী পরিবার (এপিপি)" এর সাথে থাকুন
দান প্রতিদিন
৫ টাকায়
মসজিদ নির্মাণ
এতিম প্রতিপালন
শিক্ষাবৃত্তি প্রদান
কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন
জরুরী ত্রাণ
APP
আমরা পরোপকারী পরিবার
বিস্তারিত তথ্যের জন্য
01938-957116
01537-385138
01879-387324
QR কোড স্ক্যান করে
APP-একাউন্টে বিকাশ করুন ফ্রি
01778255457
আমরা পরোপকারী পরিবার (এপিপি)
ফ্ল্যাট-৩/বি, বাড়ি-২২, রবীন্দ্র স্বরণী, সেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা
+88 01778 255 457 (bKash Merchent)
+88 01879 387 324
www.apptrustbd.org
app@apptrustbd.org

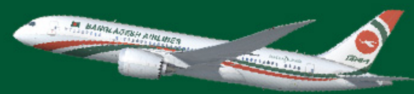

পবিত্র ওমরাহ প্যাকেজ

২০২৭-২০২৮

সালের হজের প্রাক নিবন্ধন চলছে

আমাদের সেবাসমূহ

- হজ ও ওমরাহ প্যাকেজ
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক টিকেট
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রসেসিং

ওমরাহ প্যাকেজের বিবরণী

- ওমরাহ ভিসা
- ওমরাহ সফরে সার্বক্ষণিক গাইড
- ৩-৫ জনের জন্য এক রুম
- রিটার্ন এয়ার টিকেট (সরাসরি ও ট্রানজিট)
- মানসম্মত হোটেল
- মক্কা ও মদিনায় হোটেল (৩০০-৬০০ মিটারের মধ্যে)
- মক্কার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ জিয়ারাহ (মক্কা, আরাফাহ, মিনা, মুজদালিফা, জামারাহ জাবালে নুর, জাবালে সুর, জ্বীন মসজিদ)
- মদিনার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ জিয়রাহ (মদিনা, মসজিদে কিবলাতাঈন, মসজিদে কুবা উহুদ ময়দান, খন্দক ও খেজুর বাগান)

ওয়ামী হজ কাফেলা

বাড়ি-২২ (৪র্থ তলা), রোড- রবীন্দ্র সরণী, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোনঃ +880-2248-958894, মোবাঃ 01711263675, 01613582736, 01951008359